

ওঁ নমো নারদায়

সচিত্র



হাসির তোড়া



(BROAD-Grins)

(প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক)

শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য বি. এ

প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

ভাদ্র—১৩২৭।

মূল্য ৸৹ আনা।

প্রকাশক :—
শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস এম্, এস্ সি
on behalf of
Bhatta Das Dutta Choudhuri



Printed by T. C. Das
at the Cherry Press Ltd.
93/1A, Bowbazar Street, Calcutta.

প্রীতি-উপহার

To

By

তারিখ.............. | ....

.... |

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন.

'হাসির তোড়ার' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অর্থাভাবে ও পারিবারিক নানা ঝঞ্ঝাটে 'হাসির তোড়ার' পুনঃ প্রকাশ বন্ধ ছিল। কতিপয় বন্ধু সাহায্য করায় কাগজের এই মহার্ঘ্যতার দিনেও ইহার পুনঃ প্রকাশ সম্ভবপর হইল।

রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র গুহ এম্, এ, ও বঙ্গের হাস্যরসাত্মক গদ্য-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্, এ, মহোদয়দ্বয় বিশেষ যত্নসহকারে 'হাসির তোড়ার' আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া এবং শ্রদ্ধেয় ললিত বাবু শয্যাগত-কাতর-অবস্থাতেও 'হাসির তোড়ার' ভূমিকা লিখিয়া দিয়া 'হাসির তোড়া'কে অশেষ গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

'মুখে হাসি বুকে ব্যথা' লইয়া 'হাসির তোড়া' বঙ্গের পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। একজনও যদি ইহার মনের কথা বুঝিয়া আপনার দেশের দিকে—সমাজের দিকে তাকান তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

চেষ্টা সত্বেও যে সমস্ত ভ্রম, প্রমাদ ও ত্রুটী রহিয়া গেল—তাহার জন্য পাঠকপাঠিকার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

তেঘড়ীভট্ট
পোঃ আঃ আটিয়া-মহম্মদপুর
(টাঙ্গাইল)

শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

"হাসির তোড়া" নামটি দেখিয়াই হয়ত কেহ কেহ ভাবিবেন এটি ছাপার ভুল অথবা বাঙ্গালা ভাষার 'কায়া'য় যে অনর্থক 'আ'কার-গ্রহণের রেওয়াজ আছে ইহাও তাহারই জের; প্রকৃত পাঠ—হাসির 'তোড়' অর্থাৎ প্রবল বেগ। 'ফুলের তোড়া' 'টাকার তোড়া'—এই ত জানি; হাসির তোড়া আবার কিরূপ? অজ্ঞাতনামা কবি ইংরেজীতে ছড়া বাঁধিয়াছেন,

"Money, money, money !
Brighter than sunshine, sweeter than honey."

আমরা ইহার পাল্টা-হিসাবে বলিতে পারি, শুভ্র সংযত হাসা সূর্য্যালোক অপেক্ষাও উজ্জ্বল, মধু অপেক্ষাও মধুর, আবার রজত-কাঞ্চন অপেক্ষাও মূল্যবান্, কুসুম-স্তবক অপেক্ষাও মোলায়েম ও মনোজ্ঞ। সুতরাং 'হাসির তোড়া' নামকরণ ঠিকই হইয়াছে। হাসি মানবের নিজস্ব সম্পত্তি। বৈজ্ঞানিকগণ মানবের সহিত ইতর জীবের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষই হাসিতে জানে। হাসি সুস্থ মানবত্বের লক্ষণ।

(অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে অন্নকষ্ট মহামারী প্রভৃতি নানা উপদ্রব-প্রপীড়িত বাঙ্গালী আর আগেকার মত হাসিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যেও যেন বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট-বশতঃ হাস্যরসিকগণের ক্রমেই তিরোধান হইতেছে। হুতোম টেকচাঁদ বহুদিন হইতেই নীরব, গুপ্তকবি লুপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে অন্তর্হিত। ইন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র আর নাই। রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া আধ্যাত্মিকতার মহাব্যোমে সঞ্চরণ করিতেছেন! অমৃতলালের 'হাস্য অমৃতের সিন্ধু' আজ রোগ ও জরার নিষ্পেষণে বিশীর্ণ বিশুষ্ক। দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত অস্তমিত। বাঙ্গালা সাহিত্য আর এখন হাস্যরসের অজস্র অনাবিল ধারায় অভিষিক্ত নহে। এক 'বীরবল' 'সবুজ পত্রে'র আবডালে শ্মশান জাগরণ করিতেছেন! ফলতঃ একদিকে আধিদৈবিক আধিভৌতিক উৎপাতের আবির্ভাবে, অপর দিকে শক্তিশালী হাস্যরসিক লেখকগণের তিরোভাবে, বাঙ্গালীর হাসির সাগরে ভাটার টান পড়িয়াছে!

এই দুর্দ্দিনে নবীন লেখক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মোহন তূলিকায় হাসির চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের আঙ্গিনা সাজাইয়াছেন। আমরা কি এই চিত্রগুলি সাদরে গ্রহণ করিব না? এগুলিতে অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় না থাকিলেও হাস্যকৌতুকের এই দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁহার প্রদত্ত মুষ্টিভিক্ষা বাঙ্গালীর অবসাদগ্রস্ত দেহমনে নবজীবন সঞ্চার করিবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ছাত্রাবস্থায় ক্ষুদ্র আকারে 'হাসির তোড়া' বাঁধিয়া বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছিলেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্তের উচ্চহাস্যে বাঙ্গালার আসর জমজমাট। তথাপি তাঁহার ক্ষুদ্র তোড়ায় আদর হইয়াছিল। বাঙ্গালী পাঠক আগ্রহের সহিত অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র সংস্করণ নিঃশেষ করিয়াছিল। সেই অবধি পুস্তক আর ছাপা নাই। বহু পাঠক নূতন সংস্করণের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন। এত দিনে গ্রন্থকার সেই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া নূতন সংস্করণ বাহির করিলেন। আশা করা যায়, পূর্ব্বাপেক্ষাও এবার 'হাসির

তোড়া'র আদর হইবে। কেননা এখন দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপক্ক।

(আনন্দের প্রাণ-খোলা হাসি বড় মিষ্ট। ইহা ছাড়া আর এক রকম হাসি আছে, তাহা একটু অম্ল-মধুর, একটু মিঠে-কড়া। কিন্তু তাহা সমাজের অধিকতর উপকারী ও প্রয়োজনীয়। উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসিক-গণ সেই রসেরই কারবারী। তাহার উদ্দেশ্য—নাগরিক বৃত্তি-অবলম্বনে, শ্লেষ-ব্যাজস্তুতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভিতর দিয়া, পরোক্ষভাবে সমাজের গলদ দেখান ও তাহার সংশোধনের চেষ্টা। মোহিনীমোহনের অধিকাংশ হাসির কবিতাই সেই ভাব-প্রণোদিত। তিনি সমাজে যেখানে অনাচার অত্যাচার কপটতা ভান দেখিয়াছেন, সেখানেই নিপুণ তূলিকার স্পর্শে তাহার চিত্র ফুটাইয়াছেন, হাস্যকৌতুকের (Rontgen-rays) রঞ্জন-রশ্মি-সম্পাতে সেই সব গলদ ধরাইয়া দিয়াছেন, সমাজের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা ও শিক্ষকতা এই উভয় জীবনেরই তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তাহার ফলে তিনি ছাত্র-জীবন হইতে অনেকগুলি চিত্রের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং ছাত্র-সম্প্রদায় মোহিনী-মোহনের এই রসভাণ্ডার হইতে আনন্দ-উপভোগের, তথা পরোক্ষে শিক্ষালাভের যথেষ্ট খোরাক পাইবেন। সাধারণ পাঠকও এই আনন্দ-উপভোগ ও পরোক্ষে শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না)।

গ্রন্থকার বর্ত্তমান লেখকের উপর প্রীতিশ্রদ্ধা-বশতঃ ভূমিকা লেখার ভার দিয়াছেন। তাঁহার এই প্রীতি-শ্রদ্ধার উপযুক্ত প্রতিদান করিতে না পারিয়া, তাঁহার উপাদেয় পুস্তকের উপযোগী মুখবন্ধ লিখিতে না পারিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। তাঁহার যৌবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সহিত সুর মিলাইয়া ভূমিকা লিখিব, এই প্রৌঢ় বয়সে সে শক্তি কোথায়? বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা শুকাইয়াছে, সুতরাং এমন

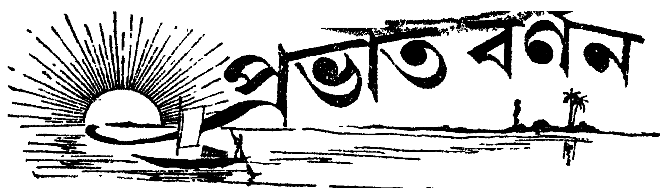
সরস পুস্তকের ভূমিকা নিতান্ত নীরস হইল। তবে এই ভরসা, কর্কশ-কণ্ঠে 'বেল ফুল' হাঁকিলেও বেল ফুলের সৌরভ নষ্ট হয় না ; আমার নীরস ভূমিকায় 'হাসির তোড়া'র পরিচয় প্রদত্ত হইলেও 'হাসির তোড়া'র মনোহারিতা কমিবে না। ইত্যলমতিবিস্তরেণ।

বঙ্গবাসী কলেজ,
কলিকাতা।
ভাদ্র ১৩২৭।

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা
(বন্দ্যোপাধ্যায়)



হাসির হাট



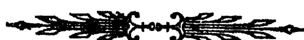
খোকা সব্ করে রব, রাতি পোহাইল,
খুকী সব কীল খেয়ে 'কাঁদন' জুড়িল !
ঘুমন্ত স্বামীর নাকে বাজিছে সাহানা,
নববধূ চুপে চুপে ত্যজিল বিছানা
বাসন-পর্ব্বত-পাশে 'ঝি'য়ের ঝঙ্কার !
ঝাঁটা হাতে রাজপথে এল ঝাড়ুদার ;
বায়ুসেবী ছড়ি হাতে হইল বাহির,
'ষ্টেথোস্কোপ্' পকেটেতে ডাক্তার হাজির,
উকিল গম্ভীর হ'য়ে বসে সেরেস্তায়,
দোকানী তুলিছে হাঁই ক্রেতার আশায়);
'প্রিভিতে' বসিয়া বাবু সিগারেট-মুখে,
'বেয়ারা' 'বেয়ারা' বলি কালাসাহেব হাঁকে !
টেবিলে আসিল 'টি', যুদ্ধের খবর—
সম্পাদক চক্ষু বুজে কাটিছে জাবর !
সাবান্ মাখিছে গালে নাপিত-নন্দন !
ছোলাভোজী-স্যাণ্ডো সব করে বুক্‌ডন্,

বোকা ছেলে মুখ ধু'য়ে পাঠে দিল মন,
বুদ্ধিমান্ চক্ষু বুজে' ঘষিছে দাঁতন !
নয়ন মুদিয়া গিন্নী গুঁড়া দেন দাঁতে,
'জগড়্নাথ' তৈল মাখি চলিলা নদীতে ;
মল-গন্ধা মন্দাকিনী ছুটে কল্ কল্,
নবাব শুইয়া ড্রেনে খুজিছে বোতল !
মেথর-যুবতী চলে বাল্তি-মাথায়,
মদন ঢাকিয়া নাক্ ফিরে ফিরে চায় !
আশায় অধীর হয়ে ধায় উমেদার,
নোট্'বুক হাতে ছুটে প্রাইভেট-টিচার ;
চাকর বাজারে ধায় হাতেতে খালুই,
অজীর্ণের মহৌষধ ভাজিছে হালুই !
'রাধাকৃষ্ণ'-নাম-ছাপ্ সর্ব্বাঙ্গে মারিয়া,
আনন্দে বাবাজী নাচে মাতাজী লইয়া !
ব্রাহ্মণ পূজায় বসে মাখিয়া চন্দন,
কেহ করে নিরাকার ব্রহ্ম-দরশন !
পেটী-কোট্, হ্যাট্ বুট্, সু, ও ছেঁড়া-চটি,
গাউন্, চস্‌মা, ধুতি, ছাতি, টীকি, ঘটি ;
'Beg-your-pardon''Don't care''কেয়াবাৎ'-মোচ
রংদার নেক্‌টাই, 'Forget-not' ব্রোচ্,
কার্‌লিং-মেসিন্-মেড্ টেড়ি নানা জাতি,
তাল্‌পাতার সেপাই ও তুই পায়া-হাতী ;

ঢাকাই-ছাঁট্‌ ফ্রেঞ্চ-কাট্‌ মোগ্‌লাই-দাড়ী,
চেপ্টা গোল্‌ ঢোলাকার নানাবিধ ভুঁড়ি ;
নেভিকাট্‌, সিজারস্‌, থ্রিক্যাসল্‌, বিড়ি,
টম্‌ টম্‌, বাইক্‌, মটর্‌, শ্যাম্পেন্‌, জুড়ি,
মৃগচক্ষু, বিড়ালাক্ষী, সুমেরু-কুমেরু !
সোনালী-রূপালী-কাল নানাবিধ ভুরু,
'মঙ্গোলিয়ান্‌', মণ্ট্‌-এভারেষ্ট্‌', 'কেপ্‌কমোরিন্‌'-নাক্‌,
'টেবল্‌ল্যাণ্ড্‌' ওয়েসিস্‌' নানাবিধ টাক্‌ ;
'রাম্‌-হাইড্রো'-'উড়ে-গোদ্‌', 'মান্দ্রাজী-ঘ্যাগ্‌' *
গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্‌-ক্যান্‌ভাস্‌-আফ্‌গানী-ব্যাগ্‌ ;
গুড্‌মর্ণিং, হ্যাণ্ড্‌সেক্‌, হা'ডুডু' নমস্কার,
মিস্‌ মিসেস্‌, বাবু, সার্‌, ডক্টার, মিষ্টার,
তর্ক, গল্প, প্রেমালাপ্‌, কোলাহল, হাসি
রাস্তা দিয়ে অবিরাম যাচ্ছে পাশাপাশি।

* * * *

হা করে' চেয়ে কবি !—হাতেতে পেন্সিল,
পদ্য গদ্য একাকার !—বিষম-মুস্কিল !!



* 'ঘ্যাগ'—গলগণ্ড।

কলেজের ছাত্র

(ব্যাঙের সুর)

(১)

শুন, আমি গো কেমন ছাত্র,
সাত্‌টীবার প-ফেলর পরে,
পাশ্‌ করেছি গো মাত্র !
এখন কলেজে পড়ি,
শনিবারে যাই বাড়ী,
ক'নের বাপেতে ঘর ভরে' যায়,
(কারণ) আমি পাশ-করা পাত্র !

(২)

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গ্রামের একমুখে সবে বলে,
'হয়নি, নাই, হবেনা কখনো, এমন ভুখোর্‌ ছেলে !'
কিন্তু, বাবার বুদ্ধি নাই,
পরীক্ষা নিকটে তাই,
বিবাহ দিবার নাম্‌টী করে না !
রাগে জ্বলে মোর গাত্র !

(৩)

ক্ষুর ছয় মাস ক'রে ব্যবহার, মোচের কৃষ্ণ রেখা—
ওষ্ঠ উপরে দুই এক গাছি, ধীরে যাইতেছে দেখা !
চোখের defect নাই,
চস্‌মা নিয়েছি তাই,
Zero-power গোল্ডেন-ফ্রেম,
ছেড়েছি চাদর ছত্র !

(৪)

কখনো পরি রিষ্ট-ওয়াচ্, কখনো পকেট ঘড়ি,
চেন্‌টী পলিশ্-ব্রাউন-লেদার, কখনো বা আইভরি ;
ওয়াকিং-ষ্টিক্ হাতে,
দৃষ্টি উর্দ্ধ পথে ;
চলনটি মোর কায়দামাফিক্,
কসুর নেই গো কুত্র !

(৫)

Morning-duty দন্ত-ধাবন, স্পিরিট্‌ষ্টোভ্‌টি জ্বালা
Condensed-milkএ Lipton's Tea দুএক চামচ গেলা,
মাঝে মাঝে খোস্-গল্প,
পড়ার সময় অল্প,
তাই কোনরূপে ইংলিস্‌টা
দেখেনি দু' এক ছত্র !

(৬)

নিত্যই গায়ে সাবান মাখি, চুলে কাটি বাঁকা টেড়ি,
সিগারেট, ম্যাচে রাখ্‌তে হয় গো দুইটি পকেট ভরি !
তাই খরচটা কিছু বেশী,
দুই মাসে গড়ে আশী !
বাবা যদি তায় বলে কোন কথা,
বন্ধ করি চিঠি-পত্র !

(৭)

আপত্তি কখনো নাইকো আমার লুচি মাংস আর চপে,
মনটি সদাই পড়িয়া থাকে 'রহিম' ঠাকুরের shopএ !
মাকে দিয়ে নানা ফাঁকি,
মাঝে মাঝে শুধি বাকি,
তবু, গরীব পিতার কন্যার মত,
বাড়ে দেনা দিন রাত্র !

(৮)

বছরের মধ্যে নয় মাস ভাই বইএর লইনে খোঁজ,
(কিন্তু) ইয়ার-বন্ধুর হাত ধ'রে ভ্রমণ চাই-ই প্রতি রোজ !
এদিকে 'তালাইমারী' *
ওদিকেও কাছারী,
ঘুরি Recurring decimal সম
খুলিয়ে গল্প সত্র !

---

* রাজসাহী সহরের স্থান বিশেষ।

(৯)

দুপুরবেলায় প্রায়ই করি ইস্তক-বিস্তি কাবার,
কোন্ দিনবা পাশার শ্রাদ্ধ, কিস্তিমাৎ দাবার,
(কিন্তু) রেজিষ্টারিতে ভাই
কভু Absent নাই !
Proxyতেই ও কাজটা চালান্
আমার জনৈক মিত্র !

(১০)

আরামটি ভাই স্কুলের থেকে কলেজে অনেক বেশী,
পড়া-জিজ্ঞাসা নাইকো হেথা, নাইকো কষাকষি
নাইকো নাসিকা-ডলা,
সুমধুর কাণ-মলা,
নাইকো হেথা 'বোম্বাই-কীল',
পণ্ডিত-মশায়ের বেত্র !

(১১)

পড়াটি শিখে কোন কালেই যাইনে আমি ক্লাশে,
(আর) প্রোফেসার যদি ভুলক্রমে, প্রশ্ন করেই বসে,
তাতেও করিনে ভয়,
আমি তেমন ছেলেই নয় !
অমনি বলিয়া "May I go out Sir'
উধাও যত্র তত্র !

(১২)

পানেতে প্রচুর শুণ্ডি সুর্ত্তি, নাসিকায় টানি নস্য,
Leisure hourএ আসর জমাই চারিদিকে বহু শিষ্য !
লেক্‌চারার প্রোফেসার,
কেবা good কে better,
কেবা best কে 'good-for-nothing'
ডিগ্রি-হোল্ডার মাত্র !

(১৩)

কেইবা শুধু হাত পা ছুড়েন ! কেইবা উঠেন ঘেমে
'You see—you see' 'That is to say'—
মাঝে মাঝে যান থেমে !
কেবা চুলকান মাথা,
কার শুধু বাজে কথা,
কার বা সম্বল 'yes' আর 'no'
বড় বড় দুটী নেত্র !!

(১৪)

এ সব চর্চ্চা করেগো মধুর সরস-পত্নী-তত্ত্ব—
'বিবাহ-রাত্তির হঠাৎ-প্রেমের শুরসাল-ইতিবৃত্ত !'
'কারটি এখনো বালিকা,'
'কাহার কয়টি শ্যালিকা,'
'কোন্ জন লিখে দশপাতা চিঠি'
'কে পায় ক'খানা পত্র' !

(১৫)

"'টিফিন' খাওয়ার পয়সা বাঁচিয়ে কেবা দেয় "উপহার" !'
পছন্দ-সই পাত্রী না হ'লে কেবা রবে bachelor'
'কারটা কেমন রূপসী',
'কিশোরী কিম্বা ষোড়শী'
'বিয়ের বছরে সব করে' মাটী
কাহার হয়েছে পুত্র !!'

* * * *

(১৬)

Permanently দখল করেছি পাছের বেঞ্চটাকে,
প্রোফেসার বলে "No noise please" আমার নাকের ডাকে !
রেজেষ্ট্রি যেমনি হয়,
আবার কাহারে ভয় ?
মাথা নীচু করে' চম্পট দেই,
রইনে ক্ষণেক্ তত্র !

(১৭)

পড়ার সময় ঘুমিয়ে কাটাই, ঘুমের সময় পড়ি,
পরীক্ষাটী নিকটে আসিলে, রাত্ জেগে জেগে মরি !
প্রতিজ্ঞা করিয়ে কই,
'এবার যদি পাশ্ হই
নোটের বাপের শ্রাদ্ধ করিব
সকাল-বিকাল-রাত্র !'

(১৮)

পরীক্ষার "হলে", হাতখানি চলে, পাঞ্জাব মেলের গাড়ী !
না বাজিতে 'বেল্', বের হ'য়ে আসি, লিখি খাতা খান্ কুড়ি !
(কিন্তু) নম্বর 'গোল-আলু' !
দেখিয়ে শুকায় তালু !
বলি—"পরীক্ষক্‌টাই বড় partial
নাই সন্দেহ মাত্র !





দশের কথা

মাম্‌লা করে মিয়াজান্‌ চাচা
রেহান রেখে বাড়ী,
উকীল বাবু মহোল্লাসে
কিনেন্‌ জুড়ি-গাড়ী !

* * *

মফঃস্বলে ম্যালেরিয়ার
মাত্রই "লেজার" নাই;
ডাক্তার-গিন্নী গোঁ ধরেছেন
নেক্‌লেস্‌ এবার চাই !

* * *

বাকী-খাজনায় নীলাম্‌ হ'ল
প্রজার ঘর বাড়ী,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফু'লে উঠ্‌ল
নায়েব বাবুর ভুঁড়ি !

* * *

উমেদার ম'ল গলায় গেঁথে
সার্টিফিকেটের মালা,
চাক্‌রিটী পেল হেড্‌-অফিসের
বড় বাবুর শালা !

* * *

মেহের মিঞার 'সর্ব্বস্ব'
চোরেরা নিল লুটে,
'হথা' ছিল তাহাও গেল
জোর তদন্তের চোটে !

* * *

জমিদার বাড়ী হৈ, রৈ !
পোষ্য-পুত্রের বিয়ে,
অধরদাস করছে উপাস্‌
ছেলে-পেলে-স্ত্রী নিয়ে !

* * *

"ঈগল-সিংহে" করে লড়াই,
'ধানের' বেরোয় প্রাণ,
মোহন বাবু 'তকন' প'রে
শ্বশুর বাড়ী যান্‌ !

* * *

সহর থেকে বাইজি এল—
রাজার মেয়ের বিয়ে,

বিদ্যাভূষণ ভিক্ষা মাগে
বিব্রত কন্যা দায়ে !
* * *
পাচক্ করেছে পলায়ন,
গৃহিণী যান্না পাকে,
উকীল বাবু উদর পূর্ণ
কচ্ছে‍র্ন চিপিটকে !
* * *
'মিঞা' 'মহাশয়' অন্ধ দুজন
কর্‌ছে মারামারি,
'মিষ্টার' ভায়া মুচ্‌কি হেসে
লুট্‌ছে টাকা কড়ি !
* * *
রামা শ্যামা পৈতা নিয়ে
কর্‌ছে টানা টানি,
উপবাতে কড়ি বাঁধ্‌লেন
বৈগতিক্ শিরোমণি !
* * *
সম্পাদকের হিষ্টিরিয়া
আইন্-জুজুর ত্রাসে,
'ভক্তিনারায়ণ'-তেল দু'বেলা
মাখ্‌ছেন শিরোদেশে !
* * *

Compulsory-Free-Education-
—গন্ধ আস্‌ছে নাকে !
জমিদার বাবু চমকে উঠে
রুমালে মুখ ঢাকে !

* * *

'অমুক' বল্‌ছে ভেবে চিন্তে,
"তাও তো বটে কথা—
সবাই শিখ্‌লে লেখা পড়া,
চাকর মিল্‌বে কোথা ?"

* * *

লবণ-কাপড় লুঠ করেছে
ভরা-হাটের মাঝে,
থানার মালেক্ মুচ্‌কি হেসে
চল্লেন সেজে গুজে !

* * *

মেয়ের বাপ দেওয়া জানেনা,
নেহাৎ ছোট মন,
"বউকে ছেড়ে দিচ্ছিনাক"
গিন্নী করেন পণ !

আচার্য্য কচ্ছেন উপাসনা,
কাঁদেন চক্ষু বুজে,

মন্মথ তাকায় মিটি মিটি !
সুন্দর মুখ খুঁজে !!
* * *
পুরুত ম'ল উপোস করে
পূজার খরচ পাঁচ !
হুইস্কি নিল হাজার টাকা,
৫০০ খেম্‌টা নাচ !
* * *
চিকিৎসা হ'লনা রুগ্ন পিতার
বৃথা-খরচ-ভয়ে !
যোগ্য পুত্র করিল শ্রাদ্ধ
হাজার-টাকা-ব্যয়ে !!
* * *
'স্যানিটারি-ইং' মার্কেটেতে
খুজ্‌ছে পচা মাছ,
গিন্নী বাসায় মস্‌লা বেঁটে
উনুনে দিচ্ছে আঁচ !
* * *
লাঠী বল্‌ছে "কর্‌ছি আমি
ন্যায়ের জন্য লড়াই"
স্বার্থ বলে মুচ্‌কি হেসে
"ঠিক বলেছ ভাই !"

বাবু-সাহেব হাওয়া খাচ্ছেন
চড়িয়ে মোটর জুড়ি,
চূর্ণ হ'ল চাকার তলে
গরীব কাণা বুড়া !

* * *

ঘুষের বাড়ী পাকা দালান
উঠ্‌ল রাতারাতি !
সরস্বতী ভাত পায় না,
পরছে ছেঁড়া ধুতি !

* * *

রোগে মরছে গরীব প্রজা
ট্যাক্স বাড়্‌ল ভোটে
হাজার টাকার বাজি পোড়ে
মুন্সীপালের মাঠে !

* * *

নামের জোরে বিকিয়ে যাচ্ছে
বস্তা-পচা-মাল,
সোনা কেঁদে ঘরের কোণে
কাটায় চিরকাল !

* * *

সংবেচারা নেহাৎ বেকুব,
খেটে খেটে মরে,

"বাহোবা" পেল সর্‌ফরাজ্‌ খাঁ
ঘন সেলামের জোরে !

*   *   *

শটী কিম্বা বার্লি গুঁড়ো
উপরে পুরুসর—
ক্ষীর বেচিয়ে চতুর ঘোষ
উঠায় পাকা ঘর ;

ভিতরেতে ছাই ভস্ম,
উপরে রাজার ছবি-
'এ বই নিশ্চয় স্কুল পাঠ্য !'
বলে রাখ্‌ল কবি ;



বরের দোকান

বিজ্ঞাপন

খুলেছি বৃহৎ বরের দোকান
কসাইখানা-স্ট্রীটে !
চলে আসুন মেয়ের বাপ্ সব
টাকার ছালা পিঠে !!
'ইউনিভারসিটির মার্কা-মারা,
সাঁচ্চা নূতন চিজ্,
হরেক্ কছম্ হাজার রকম্
করছে গিজগিজ !!
এম্, এ, বি, এ, ম্যাট্রিকুলেট,—
যাহার যাহা চাই,
সব্ রকমই মিলবে হেথা,
কোনই চিন্তা নাই !
হাকিম্, হকিম্, ডাক্তার,
উকিল, ব্যারিষ্টার,
কেরাণী, বাবু, মুন্সেফ্,
দারোগা, জমিদার ;

পণ্ডিত ও চেয়ারম্যান,
টিক্‌টিকি-মাষ্টার,
পরীক্ষার্থী, লেক্‌চারার,
ছাত্র, প্রোফেসার ;
ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার,
সর্টহ্যাণ্ড-টাইপিষ্ট্‌,
অডিটর, ও একাউণ্ট্যাণ্ট্‌,
শিক্ষানবিশ্‌, কপিষ্ট ;
উমেদার ও ভবঘূরে
কবি ও চিত্রকর,
ব্রোকার, এজেণ্ট, মারচেণ্ট্‌,
প্রিণ্টার, এডিটর ;
ওরেটার ও রিফর্‌মার
গাথক, প্রচারক,
সম্পাদক ও সমালোচক
লেখক ও পাঠক !
D.S.P, P.M., D.T.S.
S.M, T.C. S.I.
সব্‌ পাবেন সব্‌ পাবেন—
কোনই চিন্তা নাই !
নায়েব, নাজির, মহাফেজ,
এটর্ণি, মোক্তার,

পেস্কার ও পীরের ষাঁড়,
খাজাঞ্চি, ম্যানেজার ;
ধর্ম্ম পুত্র, পোষ্য পুত্র
কুমার ভূঁইফোর,
পকেট্-মারা, বোতল-মারা,
জেল-ফের্ত্তা চোর,
কাণা, ট্যারা, ল্যাংড়া, খোঁড়া
ভ্যাবা, বিদূষক,
কাটা-কান, বাঁধা-দাঁত,
ন্যাকা ও উজ্বক্ ;
ঘুণে-ধরা, উইয়ে-খাওয়া
মরচে-পড়া ছেলে,
টোটো-এণ্ড-কোং'র কাঁচা-পাকা—
—যেখানে যাহা মেলে-
জ্যাঠা, ঠ্যাঁটা, অতিবুদ্ধি,
পাখাওয়ালা বর,
কলেজ-তাড়ান, "love'-এ-পড়া"
ছাত্র নিশাচর ;
'Dyspeptic', 'Diabetic'
"Parasitic" হাজার—
বাহির-চটক্ ফুল-বাবুদের
দেখুন কত বাহার !!

ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে গুজিয়ে—
রেখেছি ফিট্-ফাট্ !
দরটী পেলেই দিচ্ছি ছেড়ে
সবি লাট্‌কে লাট্ !
'ম্যারেজ্-প্রুফ্' নিকষ্ কুলীন্,
বাছাই করা মাল,
খাঁটী, দেশী, বিলেত-ফের্ত্তা,
টাট্‌কা ও ভেজাল ;
গুদাম ভরে' রাখিয়াছি,
চলে আসুন ক্রেতা,
টাকার তোড়া মাথায় করে'
ব্যস্ত কনের পিতা !

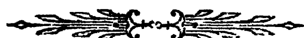
* * * *

"Second-hand" বরও বহু
মজুত্ আছে ষ্টকে,
জিনিষ বুঝে দরটী দিলে
ঠকাই নাকো কা'কে ।
'ঔষধ-সাথী' 'কলপ্-দেওয়া'
'মোদক্-খাওয়া' বরে,
বার্ণিশ-দেওয়া চক্‌চকে "সু"কে
দিয়েছে অবাক্ ক'রে !

নূতন ! নূতন ! দিব্যি নূতন !—
চোখে লাগবে ধাঁধা !
সত্যি বল্‌ছি, পরখ্‌ করে
দেখুন না কেন দাদা ?
ঝাঁটা খাবে, লাথী খাবে
কথা কবে না ভয়ে !
গয়নার ভারে মেয়ে আপনার
ভূঁয়ে পড়বে নুয়ে !!
সব variety ও quality
করেছি আমদানি,
কেমন বর্‌টী চাই আপনার
বলুন দেখি শুনি ?
নীচের দর হাজার টাকা !
এর কমে নাই মাল,
কি করি বলুন ? সব জিনিষই
চড়েছে আজকাল ;
চাউল বিকাচ্ছে চারি সের,
ছয় টাকা জোড়া ধুতি,
কেরোসিন সের চারি আনা,
চারি টাকাতে ছাতি ;
যুদ্ধ লেগে জাহাজ ডুবেছে,
আস্‌ছে না মাল্‌ মোটে,

এম্‌নি হ'লে ব্যবসায়ী মোদের
কেমনে দিন কাটে ?
কাজে কাজেই চড়ে গিয়েছে
বরের বাজার দর,
দিন দিনই এখন হ'তে
চড়বে অতঃপর !
পছন্দ ক'রে কিনে ফেলুন
দিতেছি আমি সস্তা,
ভাব্‌ছেন কি ? নামা'য়ে রাখুন
নোটের কয়টী বস্তা !!

বিক্রেতা—
"বরের পিতা"
ও "তস্য মাতা"



আজব-দেশ

A LAND OF ODDITIES

অচিন-দেশের দক্ষিণেতে,
সুদূর সাগর-পার,
আছে একটী আজব-দেশ,
সবই নূতন তা'র !
সবই সেথা উল্টা রকম,
সবই সেথা সোজা !
চিন্তা ক'রে বুঝ্‌তে গেলে,
কিছুই যায় না বোঝা !
মানুষ সেথায় চতুষ্পাদ,
লাঙ্গূল আছে লম্বা,
সিংহ শৃগাল সবই সমান্‌,
সবাই বলে 'হাম্বা' !
আঁধার সেথা বড়ই সাদা,
আলোক বড়ই কাল,
ভালটা বড়ই মন্দ সেথায়
মন্দটা বড়ই ভাল !

খোকারা সেথা আফিসে যায়,
বাপেরা খায় দুধ !
খাতক্ সেথা টাকা লাগায়
মহাজন দেয় সুদ্ !
রোগী সেথা ডাক্তার গুলে খায়,
ঔষধেরা খায় পথ্য,
মোদক্ চড়ি বৈদ্যের ঘাড়ে
করে তাণ্ডব-নৃত্য !
ছাত্র সবই মাষ্টার সেথা
মাষ্টার সবাই ছাত্র,
বেঞ্চে বসে চেয়ার টেবিল,
কাণমলা খায় বেত্র !
নিন্দা সেথা নিমক্-হারাম,
ধর্ম্ম বাজায় ঢাক্,
স্পষ্ট-কথা চসম্-খোর
হিংসার কাটা নাক্ !
কুলীন করে কসাইগিরি,
শূদ্রে লেখে শাস্ত্র,
কুমার সেথা কাপড় কাচে
কামার বুনে বস্ত্র ;
শিরায় সেথা শোণিত নাই,
আগা গোড়াই তেল,

সেলাম সেথায় রাজ মন্ত্রী,
বেকুব খাটে জেল ;
মরার ভয়ে মানুষ সেথা
আগেই মরে' ভূত !
ঝাঁঝ্‌ড়া সেথা ঝগ্‌ড়া করে
সূঁচের ধরি খুঁত ;
পর্দ্দা সেথায় সভা করে,
শ্রোতা সবাই কালা,
নেতা সদা নৃত্য করেন
উঁচু করিয়ে গলা !
পরের ধনে পোদ্দার সব,
চাচা আপন্ বাঁচায়,
উচিত কথা বোবা সেথায়
সঙ্গীনেরি খোঁচায় !
মাষ্টার সব মেয়ের বাপ্,
উকিলের হয় ছেলে,
বাপের শ্রাদ্ধে সাহেব খায়,
ব্রাহ্মণ নাহি মেলে !
মদেরা সেথা মানুষ খায়,
বানরেরা খায় তাড়ি,
টাকি করে দোল দুর্গোৎসব,
নিমন্ত্রণ খায় ভুঁড়ি !

শাস্ত সবাই দুষ্ট সেথা,
বুদ্ধিমান্ সব মূর্খ,
অন্ধেরা সবই চোখে দেখে,
বোবা জুড়ে দেয় তর্ক !
কপিরা সব্ কবি সেথায়,
কেরানীরা সব বক্,
(আর) পত্রিকারাই টিকেট্ মেরে
পাঠায় সম্পাদক্ !
বাবুর্চ্চি সেথা সমালোচক্,
মুরগীরা সব লেখক্,
কলম করে ছুরির কাজ,
খানা খায় সব্ পাঠক্ !
সস্তা সবই আক্রা সেথায়,
আক্রাটা বড়ই সস্তা ;
লোহা সকল সবই সোনা,
সোনাগুলি সব দস্তা ;
মশা সেথা মশারি খাটায়,
মানুষ ঘুমায় দিনে ;
'বিভীষণ্-ব্রাদার্স' সন্দেশ বেচে
রাজ প্রাসাদের কোণে !
ভ্রূণ-হত্যা সেথা মহাপুণ্য !
বিধবার বিয়ে পাপ্ !

ধর্ম্ম সেথা ধনের কুকুর,
বেঙ্গেরা পোষে সাপ্ ;
ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ জুতা বয়,
চামার মেথর কর্ত্তা,
বালক সবাই বৃদ্ধ সেথা,
ভার্য্যারা সব ভর্ত্তা ;
মাষ্টার সেথা ডিটেক্টিভ্,
পোষাক্ পায় পূজা ;
প্রজার ভিটায় ঘুঘু চরে,
লাঙ্গুল কিনে রাজা !
ব্রাহ্মণ সেথা 'তফন' পরে,
আর, পৈতা পরে মোল্লা,
'হরি' বলে ফকির মিস্‌কিন্
বৈরাগীরা বলে 'আল্লা' !
খোকারা টানে হুক্কা সেথায়,
খুকীরা টানে সিগার্ !
পুত্র করেন বাপের শ্রাদ্ধ
(বলি) 'ড্যাম্', "ব্রাডি" "ফুল্" "নিগার" !
স্ত্রীলোক্ সেথা চাক্‌রি করে,
পুরুষ রাঁধেন ভাত ;
বৌয়েরা করেন গিন্নিপনা,
গিন্নিরা কুপোকাৎ !

মজুর সেথা সবাই হুজুর,
ভৃত্য সবাই বাবু,
কর্ত্তা সেথা তামাক্ সাজেন,
খান্‌সামা খেলে 'গ্রাবু'!
গর্দ্দভ সবই গায়ক সেথা,
গায়ক সবাই গাধা;
পত্নীরা সব্ ভগ্নী সেথায়,
দিদিরা সবই দাদা!
হাকিম সেথা জেলে যায়,
কয়েদী করে বিচার,
ছাত্রেরা সব্ পরীক্ষা দেয়
পাশ্ হ'য়ে যায় টিচার!
ফেল হয় সেথা পরীক্ষা দিলে,
পরীক্ষা না দিলে পাশ্!
চোরে সেথা পায়গো 'মেডেল্'
সাধুর হয়গো ফাঁস্!
পুলিশ্ সেথা সবাই ফুলিশ্,
(আর) ফুলিশ্ সবাই পুলিশ্,
ডাকাত সেথা পাহারা দেয়
চোরেরা করে নালিশ্!
মক্কেলে করে ওকালতি
উকীলে ধরেন ধামা;

মুহুরী সব সাম্‌লা পরে,
চালায় মোকদ্দমা !
ফাঁসী-কাষ্ঠে কয়েদী ম'রে
আপিলে হয় খালাস,
মনু সেথা চরায় ধেনু,
আইনেরা কাটে ঘাস্ !
বিদ্যা মরে উপোস্ ক'রে,
ব্যব্‌সা জমায় তামা,
অর্থ করেন বোতল-পূজা
স্ফূর্ত্তি লুটেন ধামা !
সায়েন্স্ করে ডেপুটিগিরি,
সংস্কৃত বেচে বড়ি,
গণিত লেখে জমা খরচ,
বানরের হাতে ছুরি ;
ভৃত্য করে চাকর প্রসব,
সিংহ বিয়ায় ভেড়া !
কালেজ্ বিয়ায় 'মেসিন্-গান'
শ্বশুর-ধ্বংস-করা !!
"ঘুষ"কে বলে "নজর" সেথা,
কেহবা বলেন 'ডালি' ;
কালে সেথা বেগার ধরে,
কালেরা ধরে কুলি !

চাক্‌রি গজায় তেলের ভাঁড়ে,
রাজা গজায় দানে !
ধর্ম্ম বেড়ায় হাঁসের পাখে,
নেতা গজায় ধনে !
পত্রিকা করে ঘটক্‌গিরি,
ফটোরা খুঁজে পাত্র,
কনে করে বরকে বিয়ে,
বাবার জ্বলে গাত্র !
কাণমলা সেথা বড়ই মিষ্টি,
লাথিগুলি সব্‌ মিঠে,
একটী দিলে বল্‌বে অম্নি
আর একটা দাও না পিঠে !
বরফ্‌ সেথা গরম বড়,
আগুন বড়ই ঠাণ্ডা ;
পাখীগুলির নেইকো পাখা
ঘোড়ায় পাড়ে আণ্ডা !
আজব্‌ দেশের ইতিহাস্‌টা
এইখানে আজ রাখি,
অন্য দিন বল্‌ব আবার
রইল যে সব্‌ বাকী !

অভ্যস্ত-বুলি

শেয়াল জিজ্ঞাসে 'ও ক্যাহুয়া'?

কুকুর বলেন 'ঘেউ'—

মুরগী বলেন 'চুঁড়্‌তে হো—!

বুল্‌-ডগ্‌ বলে 'ভেউ'।

মাষ্টার বলেন "Attention, please"

ছাত্র বলেন "Sir",

ফেরিওলা বলে "চানাচুর্‌ ভাজা

খাত্তি বড় মজাদার্‌!"

"পায়খানা ভাল, খাবেনো ভাল!"

হোটেলওয়ালা হাঁকে,

ইমাম্‌বক্স বলে "এই জুতা লেন,

(বাবু), লাগ্‌বে মুখে মুখে"!

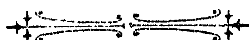
হকার হাঁকেন "চাই চা গরম্‌"

ষ্টেশনে থামিলে গাড়ী,

নাপিত-ভায়া বলে "ক্ষৌরী হবেন ?"
দেখিলে লম্বা দাড়ি !
দোকানী বলে "আপ্‌নি বলেই
দিচ্ছি এমন সস্তা"
গাড়োয়ান বলে "হট্ যাও লোক্
জল্‌দি ছোড়্‌কে রাস্তা" ;
ফকির বলে "আল্লা, আল্লা,
ভিখ্ দেইন একমুষ্ট",
বৈরাগী বলে নাড়িয়ে চৈতন
"জয় জয় রাধেকেষ্ট" ;
উকীল বলেন "বাদীর বর্ণনা
আগা গোড়াটাই সত্য",
ডাক্তার বলেন "অবস্থা সঙ্গীন্,
দেখে যেতে হবে নিত্য—"
মোক্তার বলেন "টাকা বের কর্,
মোকদ্দমা তোর যায়"
মোসাহেব বলে "আপ্‌নার মত লোক
নেইকো দুনিয়ায়্" ;
যুবক বলেন "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া মোর,
দেবেন বড়ই কম—"
বৃদ্ধ বলেন "তোদের বয়সে
লোহাও করেছি হজম্ !".

স্বামী বলে "বাঁচ্‌বো নাগো আমি
তোমায় ত ছেড়ে প্রিয়ে!"
বিপত্নীক্ বলে "ছেলে পিলের দুঃখে
কর্ত্তে হচ্ছে মোর বিয়ে";
ত্রিপত্নীক্ বলেন "আমার তাঁহার
কথাগুলি বড় মিষ্টি!"
জ্যোতিষী বলেন "সাম্‌নে আপনার
আছে এক মহা রিষ্টি!"
পাত্র বলেন "আর যাই হোক্,
কনেটী সুন্দরী চাই!"
পরীক্ষার্থী বলে "পুস্তক এবার
স্পর্শও করি নাই";
মহাজন বলে "টাকার এবার
বড়ই টানাটানি,
চেষ্টা করে দেখি দিতে পারি কিনা,
সুদ কত দেবে শুনি?"
কবি বলেন "প্রেমিক্ না হ'লে,
হয় না কখনো কবি,"
চিত্রকর বলেন "ভাবুক্ না হ'লে
বুঝ্‌বে নাকো মোর ছবি;"
সম্পাদক বলে "মোর কাগজের
কাট্‌তি সবার বেশী"

লাভচাঁদ বলে "কি দেখ্‌ছেন বাবু—?
এ কাপড় খাঁটী দেশী ;"
"স্বর বসে গেছে ঠাণ্ডা লেগে লেগে"
গায়ক বলেন কেসে,
"ওতেই বেশ হবে—হোক্ একখানা"
শ্রোতারা বলেন হেসে ;
। শ্বাশুড়ী বলেন "এখন বৌদের
গুরুজনে নেই ভক্তি,"
"বাক্যি শুন্‌লে হাড় জ্বলে যায়"
বধূর মধুর উক্তি !
পেটুক্ বলে "দেখুন ঐ পাতে
লাগে বুঝি সন্দেশ্—
আমাকে কেন ? আঃ করেন কি !
ক্ষীরটী দিয়েছে বেশ্ !"
নাম-পাঠান্তেই সমালোচক্
বলেন বুলায়ে শ্মশ্রু,
"লেখক বইয়ের পত্রে পত্রে
ঢেলেছে বুকের অশ্রু !"
বর বলে কাণে "তোমায় যে আমি
বড্ডই ভালবাসি—"
"আঃ ছিঃ যাও—" কনে বলে রেগে
অধরে মুচ্‌কি হাসি !



বাঙ্গাল কবির আত্মকাহিনী

(প্রথম সর্গ)

আমি হইতে চাই দ্যাশের মধ্যে
মস্ত একজন কবি,
ফেইলা পশ্চাতে নবীন মাইকেল,
হেমচন্দ্র আর রবি !
(কিন্তু) দ্যাশের লোক বোঝেনা মোটেই
মোর কবিতার মর্ম্ম,
চিনেনা তাহারা কোন্‌ডা চামড়া,
আর কোন্‌ডাই বা চর্ম্ম !
সোমস্ত রাত্রি জাইগা জাইগা,
আখর কইরা মিল্‌,
ভাব্‌শেওলায় করিগো পূর্ণ
দীর্ঘ-কবিতা বিল !
এত কইরাও হইতে নারিনু
বৃখ্যাত একজন কবি,
এ দোষ্‌ আমি কা'র ঘাড়ে দিব ?
নসিবের দোষ সবি !
সে দিন রাজবর্ত্মে অন্তরে আমার
ভাব উঠ্‌ল ফুইটা,

ভাব্‌তে লাগ্‌লাম কবিতার ছন্দ
মুইদা লোচন দুইটা,
ভাব্‌তে ভাব্‌তে এক দোকানীর
রস-গোলক-ভাণ্ডে,
চরণ আমার পতিত হইল
অকস্মাৎ এক দণ্ডে !
দোকানী পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড
ধইরা গর্দ্দান মোর,
বলিল "ওরে বে-আক্কেল্‌-পাজি,
চক্ষু কোথায় তোর ?"
আমি বল্‌লাম—"চক্ষু মুইদা
ভাব্‌তাছি আমি পদ্য—"
শুইনা দোকানী মারিল পিঠে
আরও দুচার্‌টী সদ্য !
অজ্ঞ ময়রার মূর্খতার আমি
আর কি দিব গো ফর্দ্দ ?
কীল গুতা খাইয়াও না দিনু চম্পট !
(কারণ) আমি একজন মর্দ্দ !
ক্রোধে ফুইলা হইনু 'ভাইয়া-ব্যাঙ্গ্‌,' *
খাড়া হইয়া উঠ্‌ল চুল,

* ভাইয়া ব্যাঙ্গ—কোলা ব্যাঙ্গ।

আঁখি দুইডা হইল রক্তবর্ণ
(য্যান্) উষ্ণ তামাকের গুল্!
"হালা কইস্ যে? তুই কি আমার
বিবাহ কর্‌ছিস্ ভগ্নী?"
এতেক্ কইয়া সিংগের মতন
রাইগা হইলাম অগ্নি!
গোলমাল্ শুইনা চারদিক্ থনে
ভদ্রলোক হইল জমা,
অনুরোধে পইড়া আমিও ব্যাটারে
কর্‌লাম শ্যাষে ক্ষমা!
কবিতার লাইগা এম্‌নি দিবালিশি
হইত্তাছি বড় পাগল্.
ভাব্‌তে ভাব্‌তে হইয়া গেছি আমি
ল্যাজকাটা রামছাগল!
কাব্য-লেখাডা ছাড়্‌বার চাইনা
যতদিন আছি জ্যান্ত,
আর এক দিবসের কাহিনীডা কইয়া
হইবার চাই ক্ষ্যান্ত;
চেয়ারে বইসা শিক্ষক মশয়
পড়াইছেন উচ্চস্বরে,
আমি কিন্তু ভাব্‌তাছি কবিতা
পুস্তক লইয়া করে;

ড্যাস্কর উপর মস্তক্‌ডা রাইখ্যা
লয়ন দুইডা বুইজ্যা,
চারদিক্ থনে অন্তরে আমার
পয়ার আন্‌তাছি খুইজ্যা ;
(তারপর) কল্পনা আইসা ধর্‌ল ঠাইসা,
জাইগা উঠ্‌ল ভাব্,
কাগজ লৌকায় দিলাম ঢাইলা
মধুর-কবিতা-গাব !
ভাবের ঘোরে লয়নে আইল লিদ্রা
উঠিল লাসিকা-গর্জ্জন,
মস্তক-সমুদ্রে কাব্যের ঢেউ
করতে লাগ্‌ল তর্জ্জন,
অনুমান্ হইল কবিতা-সুন্দরী
ক্যাশে ধইরা মার্‌ছে টান্,
লয়ন উর্মিলন কইরা দেহি
(শিক্ষক মশয়) ধইরা আছে দুই কাণ !!

* * * *

(দ্বিতীয় সর্গ)

মাস্টর মশ'র কান্‌ডলা খাইয়া
ছাইড়া আইসা ক্ল্যাশ্,
বাবার নিকটে কইরা নালিশ্
অধ্যয়ন কর্‌লাম শ্যাষ ;

পিতা শুইনা রাইগা হইল খুন,
আমারে লইয়া সাথে,
বিদ্যালয়-পানে ধাবমান্ হইল,
ছত্রডী ধইরা মাথে,
আমি ভাব্‌লাম আজ মাষ্টরের বা
মস্তক হইবে ছ্যাদন,
কিম্বা হইবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে
হনুমানের বস্ত্র-হরণ !
ক্রোধের ত্যাজেতে বাবার দ্যাহের
লোম হইয়াছিল উচ্চ,
বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে গমন কইরা
খুইলা গেলেন কচ্ছ !
হুঙ্কার কইরা জন্মদাতা মোর,
মারিলেন এক লম্ফ,
সে ভয়াঙ্কার-মূর্ত্তি দর্শন কইরা
আমারো উঠিল কম্প ;
হ্যাড্-মাষ্টর চেয়ার উপরে
বইসা রইলেন চুপ্,
মুখ-ব্যাদান্ হইল তাহার
দেইখা অপূর্ব্বরূপ !
বুড়া অঙ্গুলী দর্শন করাইয়া
দন্তে কইরা ঘর্ষণ,

কইলেন পিতা "কি হকল্ কথা
করলাম আমি শ্রবণ ?
ছাইলা মোর কপি হইতে চায়,
তুমি দাও কান্‌ডলা !
এতেক আস্পর্দ্ধা ! ঘুঘু দ্যাখ্‌ছ
ফাঁদ দ্যাখনি হালা ?
তোমারে দিতাছি মাসে আষ্ট আনা
মায়না কিসের জন্য ?
তিন দিবসের বৈরাগী হইয়া তুমি
ভাতেরে কও অন্ন !
পুত্রডী আমার লেইখা পইড়া
হইতে চায় বিদ্বান্,
কিন্তু তুমি তার যখন তখন
মর্দ্দন কর কাণ !
কান্‌ডলা বুঝি গাছের গোটা,
আর ছাওয়াল বুঝি সস্তা ?
বোঝ্‌বা ক্যাম্‌নে ইহার মর্ম্ম ?
বইছ কাগজের বস্তা !
তোমার ইচ্ছা, মোর ছাইলা হ'ক্
মূর্খ তোমারি মতন,
আর তুমি বইসা লবাবের মত
মায়নাডী কর ভক্ষণ !

কিছু কইনা দেইখা চিত্তে তোমার
গর্ভ হইয়াছে বেশী,
তাই হাস্‌তে লাগ্‌ছ দেইখা মোরে
লয়নে পইরা ঠুসি ?
ছাত্রর কাছে অপমান্‌ডা আর
কর্‌বার চাইনা আমি,
নইলে দ্যাখ্‌তা আমি ক্যামন বাবা,
(আর) ক্যামন মাষ্টর তুমি !!"
এমত কইয়া ত্যাজিল ইস্কুল
পিতা পশুরাজ-সিংগ,
অনুগমন আমি করলাম তাঁর
(য্যান্) ভোঁমরার পাছে ভৃঙ্গ !
গ্রামে গ্রামে ইহা রটনা হইল,
পইড়া গেল এক শব্দ,
"বিদ্যার জোরে মাস্টরেরে আমি
কইরাছি বড় জব্দ !"
সুখ্যাতি শুইনা চারদিক্ থনে
বিয়ার ঘোটক্‌গণ,
পিপড়ার মত আইসা মোদের
ছাইল ভদ্রাসন,
পিতা মোরে কইলেন একদিন
ডাইকা বৈঠক্ ঘরে,

"ইচ্ছা এক অনেক দিন হইতে
জাগ্‌তাছে অন্তরে,
তোমার বিয়াডা সম্পন্ন কইরা
লাতির ধইরা গলা,
জীবন-প্রদীপ্‌ নিভাবার চাই,
জুড়াবার চাই জ্বালা ;
কপিবর তুমি হইছ দ্যাশের,
বিদ্বান্‌ হইছ মস্ত,
পিতৃ-বাক্যডী কইর না লঙ্ঘন
ধরছি তোমার হস্ত ;
তোমার বিদ্যার গৈরব শুইনা
কন্যার বাবা হকল,
প্রেরণ কইরাছেন মোর কাছে
এই ঘোটকের দল ;
শুনাও দেহি তুমি মশয়গণে
লূতন কাব্যের কথা,
লাজ কি বাপ্‌ ? ভদ্রগোণের কাছে
হ্যাট্‌ করছ ক্যান মাথা ?
লজ্জাবতী লতা হইয়া গেছ ক্যান্‌
বিয়ার প্রস্তাব্‌ শুইনা ?
(কিন্তু) বিদ্যার হানি হইলে পরে
বিয়াডা করবার কইনা ;

তোমার মোত্‌ কি বাবা এ বিষয়ে
শুনবার চাই পষ্ট,
চুপ কইরা থাইকা মোর মনে
দিওনা আরও কষ্ট !"
জনক-বাক্য শ্রবণ কইরা
উষ্ণ হইল মোর রক্ত,
মাইকেলি ছন্দে উত্তর দিলাম—
(কারণ) আমি কবিতার ভক্ত !

"থাম বাবা, ত্যজ দুঃখ, ছাড়হ সন্দেহ,
পরিহর ভয়ডর—পুরাইব তব
বাঞ্ছা পরাণের—বিবাহ করিব আমি ;
ছোট কালে উদ্বাহ করিলে, লেখাপড়া
উঠে চাঙ্গে, পড়ে বাধা কাব্যালোচনায়,
সেই হেতু পরিণয়ে নাহি ইচ্ছা মম ;
ছিল আশা, হব ভয়ঙ্কর-শ্রেষ্ঠ-কবি !
সেখ্‌-পীর শ্যালী বাইরণ হেমচন্দ্র
রবীন্দ্র, মাইকেল—যত যত মহাকবি,
পড়িয়া কাঁদিবে মম বাহির বাড়ীতে !
'ছাগ শিশু কাঁদে যথা যুপ-কাষ্ঠ-পাশে,
কিম্বা যথা কুলবধূ পতিপাশে কাঁদে
গহণার লাগি !

একচ্ছত্র সম্রাট হব কাব্য-হিংসাসনে,
চতুর্দ্দিকে শোভিবে আমার বাঙ্গালার
মস্ত মস্ত কবি—রাজহংস পাশে যথা
মোরগের ছানা, কিম্বা ক্যারোসিন্‌ ল্যাম্প
শোভে যথা হারিকেন লণ্ঠণের পাশে !
এই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মম মনে,
তেঁইহেতু পরিণয়ে নাহি ছিল মত ;
কিন্তু রাম পিতৃ-সত্য করিতে পালন
গিয়াছিল গহন জঙ্গলে—ত্যজি রাজ্য
ঐশ্বর্য্য সম্পদ ; কাটিল পরশুরাম
পিতৃবাক্যে মাতৃমাথা ! পিতার কারণে
ভীষ্ম করিলনা বিয়া—'কাঁচা ব্যাঙ্গ্‌খা' *
পুড়িল আগুণে—সরিলনা একপদ
স্বীয় স্থান হতে !—(ইঙ্গ কবি কহে ইহা) ।
শুন পিতঃ, শুন স্তব্ধ-ঘটক-মণ্ডলি !
শুন মম প্রতিজ্ঞা ভীষণ ! যাক্ বিশ্ব
চূর্ণ হয়ে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র নিকর !
উড়ে যাক্ বজ্রনাদী প্রবল ঝঞ্ঝায়
তুঙ্গ-হিম-গিরি-শৃঙ্গ, ধূলি-কণা সম
লণ্ড ভণ্ড খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিরাট !

*Casabianca

ফেটে যাক্ কোটী বজ্র ঘর্ঘর নিনাদে !
তথাপি পিতার বাক্য নারিব লঙ্ঘিতে !!
বীর আমি পিতৃ-বাক্য করিতে পালন
করিব বিবাহ ! বাবার মনের বাঞ্ছা
করিব পূরণ ! দেখাইব ভূমণ্ডলে
পিতৃভক্তি পরাকাষ্ঠা—উঠিবে চৌদিকে
ধন্য ধন্য মহারোল—ভাবী কবিগণ
নানাচ্ছন্দে গা'বে মম কীর্ত্তি সুমহান্,
নেতৃবৃন্দ স্থাপন করিবে মহোল্লাসে
মর্ম্মর মূরতি, লিখিয়া রাখিবে তলে
স্বর্ণ-বর্ণ-জ্বলন্ত-অক্ষরে—"বীরকবি
পিতৃ-বাক্য পালিবারে করেছিল বিয়া !!"

যবনিকা-পতন !



আদর্শ স্কুল-বয়

(ব্যাঙের সুর)

যখন ছিলাম স্কুলে,
পড়াটী শিখিনি বলে,
মাষ্টার মশায় যখন তখন,
দিতেন কানটী মলে !

স্কুল-বিল্ডিং দেয়ালে,
শুভ্র-ল্যাট্রিন্-ওয়ালে,
মাষ্টারের সব ঠিকুজীকুষ্ঠী
লিখ্‌তেম্ নিত্য খেয়ালে !

(ছিল) ভূগোলের জ্ঞান খাসা—
অর্থাৎ—তিব্বত্ সিটি "লাশা" !
পাটীগণিত—প্লাস্ মাইনাস্,
অভিধান-হীন ভাষা !

ছিলাম ক্লাশের 'পাণ্ডা'
বাহিরে মস্ত 'ষণ্ডা',
পড়া জিজ্ঞাসিলে 'স্বামী-মৌনানন্দ'
শান্ত, শিষ্ট, ঠাণ্ডা !

একদা আমি ও নন্দী,
বাহির করিনু ফন্দী,
মাষ্টারে বাখিনু শিকল দিয়ে
পায়খানাতে বন্দী !

দপ্তরী আসিলে স্কুলে,
দরজাটী দিল খুলে,
মাষ্টার মশায় উঠলেন তখন,
তেলে ও বেগুণে জ্বলে' !

কাঁচা বেতের চোটে
কাল শিরা হ'ল পিঠে !
(কারণ) অঙ্ক করিয়ে পড়িয়ে ছিল
ত্রিশ চল্লিশটী মোটে !

পণ্ডিত মশায় ঘুমে,
পড়েছেন একদা ঝুমে,
মুচকি হাস্‌ছে ছাত্র সকল,
যত জন ছিল রুমে !

দীর্ঘ আর্কফলা,
ধরি চেয়ারের গলা,
করিতেছিল হেলিয়ে দুলিয়ে
গল্প গুজব ও খেলা !

আমিও ঝোঁকের ভরে
লম্বা টীকিটী ধরে,
চেয়ারের সাথে রাখিনু বাঁধিয়ে
আচ্ছা শক্ত করে !

হ'লে নিদ্রা অবসান্,
পণ্ডিত চৌদিকে চান্.
এদিক্ ওদিক্ ফিরাইতে মাথা
টীকিতে লাগিল টান !

পণ্ডিত মশায় জব্দ !
মুখে হুঙ্কার শব্দ !
চোখ্ দুটী হ'ল জ্বলন্ত-আগুণ !
ক্ল্যাশের সকলে স্তব্ধ !

"এমন করেছে কেটা ?
হবে নির্ঘাত ছড়ি-পেটা"
বলিতেই চেয়ারে ছিঁড়িয়া থাকিল
পাকা তরমুজের বোঁটা !

আমি হয়ে গম্ভীর,
বিনয়ে নোয়া'য়ে শির,
বলিনু "শুনুন আসল-ব্যাপার
হইয়ে একটু স্থির,"

"গভীর ঘুমের ঝোঁকে,
মাথাটী গেছিল বেঁকে,
(আর) একটু হ'লেই পড়িয়ে যেতেন
আপনি চেয়ার থেকে !"

"হঠাৎ ঘুমের ঘোরে,
পড়িলে মেঝের পরে,
জামা ও কাপড় হ'ত ধূলামাখা,
আঘাত লাগিত শিরে !"

"সেই ভয়ে হ'য়ে ব্যস্ত,
কৌশল করেছি মস্ত,
চেয়ারের সাথে বাঁধিয়ে রেখেছি
টীকিটী অর্দ্ধ হস্ত !"

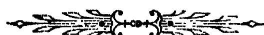
বলিয়ে হ'লেম ক্ষান্ত,
যত নির্ব্বোধ শান্ত,
খিল্ খিল্ করে হাসিতে লাগিল,
বাহির করিয়ে দন্ত !

পণ্ডিত রাগিয়ে লাল,
দিলেন আমায় গাল্,
পড়িতে লাগিল "গুড়ুম্" গুড়ুম্"
পিঠে ভাদরের তাল !

শেষেতে উঠিল বেত্র,
দেখিয়ে মুদিনু নেত্র !
ভয়েতে অস্থির, ঝটিকায় যেন
কাঁপিছে কদলী পত্র !

টন্‌টনে ছিল জ্ঞান
ফিটের করিনু ভান,
ভুম্‌করে সেথা লইলাম মাটি,
দিতে পণ্ডিতে আক্কেল-খান ।

হ'ল পণ্ডিত হতভম্ব,
থামিল যতেক দম্ভ,
সুযোগ বুঝিয়ে গা ঝেড়ে উঠিয়ে
সটান্ দিলাম লম্ব !!



আমাদের দেশ

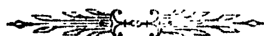
কোন দেশেতে নাইরে মানুষ,
শুধু 'ফানুষ' শূন্য রে!
কোথায় দিয়ে রাজায় গালি
ভাবে মহা পুণ্য রে!
'ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড্' 'মুন্সীপালে',
যাহার যত যোগ্যতা,
পরীক্ষাত হয়েই গেছে
কখনো কি কথ্য তা'?
আপন নিয়ে ব্যস্ত সবাই,
হস্ত আপন পকেটে!
ট্যাক্সদাতা গন্ধে মরে
অন্ধকারে হুচোটে!
হিংসা কোথা অট্টহাসে,
ধর্ম্ম ধুকে গলিতে,
পরোপকার বেড়ায় ঘুরে'
চড়ি' স্বার্থ-ট্রলিতে!
আত্ম-শাসন জানে না গো,
কর্ত্তে চায় দেশ শাসন!

রুটী নিয়ে কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি—
তারাই কোথা হয় 'নেশন্‌ ?
নিজের 'কদর' জেনেও কোথা
করে লাফালাফি রে !
শিশু নাহি 'ছুরি' পেয়ে
করে শাপাশাপি রে !
কোথায় আপন ভাইএর দুঃখে
নাহি চোখে অশ্রু লেশ্‌ ?
সেই ত মোদের জন্মভূমি,
সেই ত মোদের বঙ্গদেশ !
কোন দেশেতে বক্তা সবাই,
সভাস্থলে সবাই বীর ?
তাড়া খেলে অম্‌নি লুকান
আঁচলতলে গৃহিণীর !
কোন দেশেতে যেথা সেথা
সতীর হয় রে অপমান ?
ভাইএর বুকে লাথী মেরে
ভাইএ হেসে চলে যান !
কোথায় নারী কাঁথা পরে ?
ভাতে নাহি জোটে নুন্‌ !
খাবার চেয়ে ছেলে কোথায়
মায়ের হাতে হ'ল খুন ?

অনাহারে মর্‌ছে স্বামী
গলায় দড়ি দিয়ে রে!
সে আমাদের বাঙ্গালা দেশ্,
আমাদেরি বাঙ্গালা রে!
কোথায় ধনীর চড় চাবুক্
ঘুসী থাকে পথে ঘাটে?
"গার্ডেন" "মিলে" কুলীর কোথা
কেঁদে কেঁদে জীবন কাটে?
কোন দেশেতে রোদে পুড়ে'
প্রজা ক্ষেতে বোনে ধান?
করিবারে টাকার শ্রাদ্ধ
জমিদার "বিলাত্" যান!
গরীব কোথা বল্লে "উহুঃ"—
ধনী গলা টিপে রে?
সে আমাদের বাঙ্গালা দেশ,
আমাদেরি বাঙ্গালা রে!
ধনীর 'বৈঠক্-খানায়' কোথায়
দিবা নিশি নাচে বাই?
'ডালিতে' যায় হাজার টাকা
প্রজার ঘরে অন্ন নাই!
রাস্তা ঘাটে 'সেলাম' কোথায়?
'হুজুর' পথে পথে রে!

সে আমাদের বাঙ্গালা দেশ !
আমাদেরি বাঙ্গালা রে !
কোন্ দেশেতে কথা বেশী ?
কাজের মাত্রা বড় কম !
মা বাপ্ মরে অনাহারে,
ছেলে মাখে পমেটম্ !
কোথায় চুপে সবি খাদ্য
যাচ্ছে পেটে দিবারাতি,
রাম-পাখীতে নাইকো মানা,
—(কিন্তু) বিলাত্ গেলেই যায় রে জাতি !
কোন্ দেশেতে দিনে টীকি,
গায়ে আঁকা হরি নাম !
রাত্রি কালে রহিম-চাচা
পূর্ণ করেন মনস্কাম ?
ভাইএ ভাইএ ঝগ্ড়া কোথায়,
নেতায় দলাদলি রে ?
মায়ের কথা কেউ শোনে না,
সে যে মোদের বাঙ্গালা রে !
কোথায় মেয়ের বিয়ে দিতে
বাপের হয় রে সর্ব্বনাশ ?
কোথায় করে কসাইগিরি
যত "এম্. এ", "বি, এ" পাশ ?

কোন্ দেশেতে পুরুষেরা,
বিয়ে করে ডজন ডজন ?
বিধবা-মেয়ে আট বছরের
কেঁদে মরে সারাজীবন !
৬০ বছরে ষষ্ঠীর দাস
কলপ দিয়ে পাকা চুলে,
টাকার জোরে জামাই সেজে
উদ্ধার করেন কুলীন-কুলে ?
নারী কোথায় কেনা-দাসী ?
পুরুষ কোথায় প্রভু রে— ?
সে আমাদের বাঙ্গালা-দেশ !
আমাদেরি বাঙ্গালা রে !!



বোর্ডিং-জীবন

(ব্যাঙের সুর)

(১)

(শুন) আমরা যতেক বোর্ডার্,
'গৌরী সেনে'র Grandson মোরা,
Model of rule and order !
(আমরা) উঠিয়ে ভোরের বেলা,
মুখে দেই জিব-ছোলা,
লাগাই দন্তে ঘণ্টা খানেক
কার্ব্বলিক্ টুথ্-পাউডার !

(২)

তারপর, আয়নাটী দিয়ে মুখখানি দেখি মাথায় উঠাই ঢেউ,
'রেলওয়ে লাইন' কাটি কোন জন, 'মিউনিসিপাল রোড্' কেউ,
কেহ বা হরেক রকম,
ধরেন ময়ূর-পেখম,
কেউবা উঠাই শঙ্খ-পুচ্ছ,
কেউ বা উচ্চ-পাহাড় !

(৩)

এসব কর্ত্তব্য করি সমাপ্ত, পুস্তক লইয়ে বসি,
খুলিয়ে দেইগো গল্পের 'ছালা'! উচ্চরোলের হাসি !
'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' ঘরে,
যদিই বা এসে পড়ে,
বইএ মুখরেখে করি বিড় বিড়
ধরিবে সাধ্য কাহার ?

(৪)

ভিঃ পিঃ পার্শ্বেল কার্ড লেফাফার বিপুল ব্যাগ্‌টী ঘাড়ে,
চিনির বলদ 'পোষ্ট-ম্যান্‌' ভায়া যবে দেখা যায় দূরে,
'স্কোয়ার খামের' আশে,
ঘুরি রাস্তার পাশে,
কেহবা ব্যস্ত পাইবে কখন
"ডেইলি-নিউজ্‌-পেপার" !

(৫)

চিঠি ফিটি থাক্‌ বা না থাক্‌, ঊর্দ্ধ-শ্বাসেতে ছুটি,
হুড়াহুড়ি করে ডাক্‌-পিয়নের চারিপাশে গিয়ে জুটি ;
কারোবা আসেগো টাকা,
'পূজনীয়া' আঁকা বাঁকা !
'মালিক-ভিন্ন-খোলা-নিষেধ'
ঘটেবা ভাগ্যে কাহার !

(৬)

দার্শনিক তর্ক জুড়ে তৎপর যতেক টীকিধারী,
নাপিত ভায়া কারো কাটে চুল, কারো ছাটে মোচ দাড়ি !
পড়িলে স্নানের বেল,'
মাথায় মাখিয়ে তেল,
মহিষের মত পুকুরে ঝাঁপাই,
কেউবা কাটিগো সাঁতার !

(৭)

খাওয়ার প্রথম ঘণ্টা পড়িলে, কর্ণ হয়গো বধির,
চারিদিক হ'তে 'চটর্'-ফটর্' শব্দ উঠেগো চটির,
(যেয়ে) কেহবা পায়গো থাল,
কেহবা ফুলা'য়ে গাল,
'সেকেণ্ড-বেলের' আশে ফিরে যায়,
মুখটী করিয়ে ভার !

(৮)

আসেন তৎপর পাচক ঠাকুর, হস্তে ডালের হাঁড়ি,
কিমধুর আহা ! ঝরেগো ঘর্ম্ম বহিয়ে লম্বা দাড়ি !
ডালেতে দুচার ফোঁটা,
পড়েনা কহিবে কেটা ?
—ক্ষুধার কাছে সকলি মিষ্টি,
করে দেই সব সাবাড় !

(৯)

তৎপর আসেন আঁসটে-গন্ধ-বোর্ডিং-বিখ্যাত "ঘঁ্যাটা",
পটোল-বেগুন-লাউ-কুমড়ার Combination পরিপাটী !
এই বৈজ্ঞানিক-ফুড্,
হজ্‌মী মেডিসিন্ গুড্ !
(কিন্তু) বোর্ডার ভিন্ন হজম করে ইহা
এমন সাধ্য কাহার ?

(১০)

আসেন অতঃপর মাছের ঝোল্‌টী, হল্‌দে-গঙ্গার জল !
ছাত্র মহলে অম্নি উঠে গো আনন্দের কোলাহল !
(যদিও) মস্‌লা অভিমান ভরে',
এক পাশে থাকে স'রে,
মাছগুলি সব অর্দ্ধ দগ্ধ !
কিম্ভূত্-কিমাকার !

(১১)

বেগুণ আনন্দে কাটিছে সাঁতার, তেল করে জলকেলি !
কচ্ছপ সম গোলালু খণ্ড ভাসিতেছে পিঠ মেলি !
পোড়া মহেশ্বর লঙ্কা !
মনে নাহি ক'রো শঙ্কা,
চেয়ে চেয়ে খাই—তাও নাহি পাই !
আক্রা হয়েছে বাজার !

(১৮)

দাঁত-ভাঙ্গা-চা'ল, কলাই এর খোসা, মৎস্য সলিলে ভাজা,
খাওনি তোমরা, বুঝিবে কিরূপে খাইতে কেমন মজা ?
সবি রুচিকর খাদ্য,
পরিপাক্ সদ্য সদ্য—
নাসিকা সিট্‌কালে কি হইবে ভায়া ?
অভ্যাস্ 'সেকেণ্ড্ নেচার' !

(১৩)

কোন জন বলে "লবণ চাই গো", কেহ বা বলেন "ডা'ল",
কেহ বা বলে "ঠাকুর কেন গো, সিদ্ধ হয়নি চা'ল" ?
ছোট্ট ছোট্ট ছেলে,
করুণ-কণ্ঠে বলে,
"ঐ কাঁটাখানা দাও গো ঠাকুর,
দোহাই লাগে তোমার !"

(১৪)

মুগের ডা'লের স্বাদ্‌টা একদিন, লাগ্‌লো বড়ই মিঠে,
খেলেমও বহু ঠেসে ঠুসে, আঁট্‌ল গো যত পেটে,
ঠাকুরকে নগেন্ বলে,
"(রুইএর) মাথা যে রেঁধেছ ডা'লে,
হয়েছে উহা বড়ই মধুর,
বড়ই চমৎকার !"

(১৫)

"দাওনা মাথা আর একটুকু—" বলিল নগেন চুপে,
"মাথা কোথা বাবু?" বলিয়ে ঠাকুর উঠিল রাগেতে ক্ষেপে,
প্রদীপ আনিয়ে ত্বরা,
দেখিল লম্বা-চ'ড়া
ভেক-প্রভু এক সমাধি-মগ্ন
মুগের ডা'লের মাঝার !!

(১৬)

সত্যি কথাটী বলিলে জানিগো তোমরা বলিবে 'বোকা',
খেয়েছি মক্ষিকা ফরিঙ্গ সিদ্ধ, টিক্‌টিকি-তেলাপোকা !
রান্না ঘরের ঝুল,
ঠাকুরের নখ চুল,
কত যে আমরা করেছি হজম্
হিসাব নাইকো তাহার !

(১৭)

খাওয়ার কষ্ট বলিলে রুষ্ট, হয়েন ম্যানেজার,
বলেন অম্‌নি "উদ্ধত বড় তোমাদের ব্যবহার !
জন প্রতি চারি আনা,
করিলাম জরিমানা,
সাবধান, এমন অকারণ গোল,
করনাকো পুনর্ব্বার !"

(১৮)

খাওয়ার কষ্টে ভুঁড়িটী তাঁহার, ক্রমেই হচ্ছে উচু !
শরীর শুকা'য়ে হ'য়ে গেছে গো আষাঢ়ের মানকচু !
(কারণ) আস্ত ভাজা মাছ দুটী,
(আর) ইলিশ-মাছের পেটী,
রুইএর মাথা, এক বাটী দুধ,
মাত্রই করেন আহার !

(১৯)

এত অল্প আহারে কিগো স্বাস্থ্য কখনো টিকে ?
ম্যানেজার বাবুর শরীরটী তাই ক্রমেই উঠ্‌ছে ফিকে !
ম্যানেজার বিবরণ,
এখানেই সমাপন,
প্রণমামি আমি বোর্ডিং-ঈশ্বর !
কচ্ছপ-অবতার !

(২০)

স্বাধীন আমরা নই কোন মতে, যেন সবে 'কুলবধূ' !
'ম্যানেজার' যেন পতি আমাদের, যাতনা দেয় গো শুধু ;
'মণিটর' আছে যত,
সবি ননদের মত,
'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' শাশুড়ী মোদের
শ্বশুর 'হেড্ মাষ্টার' !

(২১)

খাইতে শুইতে বাহিরে যাইতে, চাই সদা "পারমিশন"

তাই কি আবার সহজে মিলে গো ? হ'তে হয় জ্বালাতন !

পড়া শুনা হয় ঘণ্টা,

বাহিরেই থাকে মনটা,

সহরে যেদিন হয় গো যাত্রা,

সার্কাস, থিয়েটার ;

(২২)

আহার ব্যতীত সকল রকমে আমরা নবাব সাজি,

ফ্রেঞ্চ ইংলিশ্ কোন ফ্যাসনেই নই কভু গররাজি ;

(বল) মোদের সমান কেবা ?

লাগে টাকা দেয় বাবা !

"রূপেয়া" আসিয়ে হয় গো হাজির,

মাসটী হইলে কাবার !

(২৩)

প্রতি রবিবারে বোর্ডিং এতে এসে ধোপা দিয়ে যায় কাপড়,

ঝক্ ঝক্ করে ইস্ত্রি করা সার্ট ! ধপ্ ধপ্ করে চাদর !

(ইস্ত্রি) একটু হইলে মন্দ,

টাকা দেওয়া করি বন্ধ,

অর্দ্ধচন্দ্রদানে করি গো ধোপায়

বোর্ডিং এর সীমা পার !

(২৪)

সিগারেট্ ও তাম্রকুটেতে না দিলে দুই এক টান,
কেতাবেতে কভু মন্‌টা বসেনা, প্রাণ্ করে আন্‌চান্ !
'সিজার', 'নেভি', 'হাওয়াগাড়ী',
(রাখি) গোলাপী-গন্ধ-বিড়ি,
খাটের তলে 'হাবল্-বাবল্',
ঘুমান নির্ব্বিকার !

(২৫)

'উড়ে ঠাকুরে'র রাজ্য এখানে, পূত জগন্নাথক্ষেত্র !
ছোওয়া-মেলার ধারও ধারিনে—জাতিভেদ নাই মাত্র !
মোরা 'লিবারেল্' খাঁটী,
বিছানায় খাই রুটী !
মানিনা আমরা মনুর শাস্ত্র,
সমাজ আচার বিচার !

(২৬)

বোর্ডিংএতে যত দেখ ছেলে, সবি 'গ্লটনে'র ছা,
ডা'ল্ ভাত্, ঘণ্ট লাব্‌ড়া ফাব্‌ড়া—কিছুতে নাইকো "না" !
তাই, সহরের কোনজন,
মোদের করেনাকো নিমন্ত্রণ,
যদিও ভুলে করে কোন বোকা,
সব করি তা'র উজার !

(২৭)

ছুটীর দিনে Sumptuous-feast ! বাজাই উদর-ডঙ্কা !
We extort a forced tax—per head দুই তঙ্কা !
পেট্‌ভরা ঝোল-খিচুড়ি,
মাংসও একটু 'উপুরি' !
তাতেই পূর্ণ থার্ডক্ল্যাশ্‌-গাড়ী !
টিকেট্‌ পাওয়াই ভার !

(২৮)

তৎপরদিন গাড়ু-হস্ত মুক্ত-কচ্ছ বীরগণ,
মহা ঘোর রোলে কাঁপা'য়ে চৌদিক্‌ করেন ভীষণ রণ !
কেহ খান এরারুট্‌,
কেহ 'Benger's food',
কেহ নির্জ্জলা হাওয়া-একাদশী,
কেহবা বার্লি-পাউডার্‌ !



"ট"এর ট্রেনে চড়া

ষ্টিল্-ট্রাঙ্ক ল'য়ে হাতে
টিকেট্‌টী কিনে,
ষ্টেসনে দাঁড়ায়ে টেনু
সিগারেট টানে !
ট্রেনের পড়িল ঘণ্টা,
টাইম্ ত শর্ট,
'ট্যাস্-ট্যাসী' টেবিলেতে
রাখিল 'টি'-পট্ !
টুপী হাতে গট্ গট্
বুট্ পায়ে চলে,
টেপাটেপি টিট্‌কারি
নেটিভ্ মহলে !
পয়েণ্ট-ম্যান্ টেনে করে
সিগ্‌নাল ডাউন্,

"টেলি"—বলে ছাড়ে ট্রেন্
নাটোর টাউন্ ;
কটা-আঁখি-খাট-কান্-
-ষ্টেসন-মাষ্টার,
'খট্' 'খট্'—চাহে চ'টে
প্রাইভেট্ number !
"ঘণ্টি দেউচি" ছোটে
টিকি বেঁধে এঁটে,
পেটারা-পোর্টমেণ্ট-মোট্
টানিতেছে মুটে ;
"ভেইয়া হো"—টিকস্ মাঙ্গে
সাপটি কপাট্,
"পুলটিশ্" ধরিয়ে টুটি
করিছে সপাট্ !
চুরুট্ টিপিয়ে ঠোঁটে,
বাবু চট্‌পট্,
'ইণ্টার' 'সেকেণ্ড' 'ফাষ্ট'
কাটে কটাকট্ !
দেড়-সেরী-রুটী মেরে
ল্যাঙ্গট্-সম্বল-
'Without-ticket-বাবা
গুটায় কম্বল !

ঘোটক্-শকটে এল
পুলিশ্-কটক্,
খাকী-সার্ট-কোট্-টুপী—
বেজায় চটক্ !!
'হট্ যাও' 'হট্ যাও'—
হুড়াহুড়ি গেটে,
মিনিটে হইল সাফ্
চাবুকের চোটে !
মোটর টম্‌টম্-সাথে
লাগা'য়ে টক্কর,
টলিতে টলিতে আসে
বিষম ফক্কর !!
কটিতটে তাম্রকুট,
খুঁটে বাঁধা নোট,
হুঁকা কল্কি লয়ে মিঞা
খাইল হুচোট্ !
হুণ্টেজ্-মাইলেজ্-পুষ্ট
'I have the honour'
'Servant obedient' ফিরে
হেড্-কোয়াটার !
সাথে শ'টা ছোট-আণ্ডা !
ভেট্ গোটা পাঁঠা,

ঘটী বাটী-ভিটা-বাঁধা-
-টাকা ট্যাঁকে আঁটা !

সাটাসাটি চোট-পাটে
কান্ ঝালাপালা !

লাটু বলে খাট সুরে
"কোথা যায় শা—?"

ট্রেন্ এল একটায়
করে' হুটপাট্,

প্যাসেঞ্জারে প্ল্যাট্‌ফরম্
হইল ভরাট্ !

* * *

"চট্ পট্ উঠে পড়—"
"পটোল কোথায় ?"

"টেনে তোল ছেলেটাকে
পিঠ্ মোর যায় !"

কাঠ-ফাটা রোদে গাল্
লাল্ টক্ টক্ !—

সোডাওয়াটার মেম্
গিলে ঢক্ ঢক্ !

টস্ টস্ ঝরে পানি
ভেজা-শাটী হ'তে—

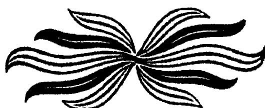
ছোট বৌর কোল্‌টায়
খোকা দেছে—!
টপাটপ্‌ গিলে' গোল্লা
টেপু চাটে পাত্‌,
"আল্‌ এট্টু লস্‌ দাও"—
পাতে এঁটো হাত!
ষ্টাইলোপেন্‌ চট্‌ করে'
আঁটিয়ে পকেটে,
মোটা মোটা 'প্ল্যান্‌টেন্‌'
গার্ড দাঁতে কাটে;
ঘোম্‌টা-চস্‌মা-আঁটা,
পায়ে-পরা-চটি
ডেপুটী-গৃহিনী হেঁটে
যান্‌ গুটি গুটি!
ডেপুটী-বিরাট-পেট্‌
কঠোর কপাট্‌,
ঠোকাঠুকি করি শেষে
করে মিট্‌মাট্‌!
পশ্চাতে হঠাৎ ওকি!
হোয়াইট্‌-ভ্রুকুটি!
"No room, get down, man"
গার্ড দিল সিটি!

কবাট্ নিকটে রুষ্ট
জনতা জমাট্,
ঠেলা খেয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে
কেহ সাটপাট্ !
টানাটানি, সাটা সাটি,
কথা কাটাকাটি,
হাঁটাহাঁটি, ঠেলাঠেলি,
শুধু চটাচটি !
"এটাত ইণ্টার ক্লাশ,
কোন্‌টায় যা'বে ?"
"আগেত উঠিতে দিন,
সেটা পরে হ'বে—"
"ঠিক্ করে দিব বাপু,
ঠেলনা কপাট—"
"অত চটা কথা কেন ?
বেটা যেন লাট !"
"মাল্‌টাল্ পটাপট—
ঠাকুর দা নাকি ?"
"হট্ তেরা মাল লেকে—"
খোট্টা দেয় খেঁকি !
"জায়গা টায়গা নেই বাপু—"
"মট্‌কা সিট্ চাই ?"

"চাই পান সিগারেট্
বিড়ি দেশালাই ?"
"চাই টাট্‌কা সন্দেশ্ ?"
"চাই 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' ?"
"চোখ্ টোক্ নেই বাপু—?"
"ঠ্যালা দাও ক্যান্ ?"
"অত মালসাট্ কেন ?
দরোজাটা ছাড়ুন—"
"বটে ! বেশী ঘাটা'ওনা,
যাব ডেরাডুন"
"জনানা আছে ! কুন্ঠি যাউছি ?"
টিকি চটে লাল !
"নৈহাটী যাইবু মুই—
লিয়ে এস মাল" ;
"নিকটে আছে কি টুক্
খাবার টাবার ?
জলটল খেয়ে নাও—
এবাক্সটা কার ?"
ছাতি-ফাটা-তেষ্টায়
যাত্রী ছট্‌ফট্ !
পানি-পাঁড়ে কৈফেনি টিপে,
ব্যবস্থা উৎকট্ !

পাদ্রী বেচে "পরিট্রান্"
দুটী পয়সায়,
পাপীটাপী নির্ভয়েটে
লাল পানি খায় !
ফিকির চাঁদ 'ফ্রেঞ্চ-leave'এ
বাটীতে পিট্টান !—
ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকে
বেঞ্চেতে সটান !
ট্রেনেতে হাঁপায় উঠে
বৈষ্টব ঠাকুর,
মুষ্টি বেয়ে গোল্লা ঝরে
টাপুর টুপুর !
কাবুলী উঠিল রুখে,
বিষম বিভ্রাট !
বৈষ্টবী কটাক্ষে তুষ্ট
পাঠান সম্রাট !
Last vanএ চট্ করে
গার্ড উঠে ! বাস্ !
'সিট' নিয়ে হট্টগোল
করে থার্ড ক্লাশ !
টং টং ঘণ্টা ধ্বনি,
উঠিল ষ্টার্টার,

স্টার্টিং-ট্রেনেতে উঠে
টীকেট্-চেকার ;
পকেট্ করিল টেম্সু
ওলট্-পালট্,
সটীকেট-নোট-কেস্
দিয়েছে চম্পট !!



আক্ষেপ

(সুর-রামপ্রসাদী)

সংসারে এমন জ্বালা !
জান্‌লে আগে ছাত্র হ'য়ে
কে বহিত দুঃখের ছালা ?

যেম্‌নি রাত্রি ভোর হ'বে,
বইটী নিয়ে বস্‌তে হ'বে,
নইলে হ'বে বাবার গা'লে
কর্ণ দুইটী ঝালাপালা !

আমি একটু কাট্‌লে টেড়ি
হয় গো সেটা বাবুগিরি !
এতে কিন্তু নাই কোন দোষ
বাবা ও.মাষ্টারের বেলা !

সিগারেট্‌ ও তামাক্‌ খেলে,
কীলের চোটে ফাটে পিলে,
'ডাব্বা' দেখে খাপ্পা সবাই
ধমকে লাগায় কাণে তালা !

স্কুলে যেয়েও সুখ নাহি পাই,
প্রতি দিনই গালি-রস খাই,
(কভু) সরল-ভেদী-কীল-বটী
অনুপান্ তার কাণ মলা !

বইয়ের সাথে আমার ঘুমে
মজেছে ভাই গভীর প্রেমে,
ঘুম্‌টী অম্‌নি আসে ধেয়ে
যেম্‌নি বইয়ের পাতা খোলা !

দোকানদারও এমনি চাষা,
সন্দেশ খেলেই চায় পয়সা !
(আর) ক্ষুধারও নাই চক্ষুলজ্জা
সাম্‌নে পেলে খাবার থালা !

বাবার কাছে মা কেঁদে কেটে
বিয়েটা মোর দেছেন বটে,
(কিন্তু) "তিনি" থাকেন পিত্রালয়েই,
আমি হেথায় শুকাই গলা !!

আমার নামে খামের চিঠি
দেখ্‌লেই বাবার খিটিমিটি !!
নভেল প'ড়ে হ'লেম মাটী
এই হ'ল তাঁর জপ্‌মালা !

বছর শেষে 'একজামিনেশন্'
পাশ না হলে নাই প্রোমোশন,
(আবার) মাষ্টার মশায় এম্‌নি কৃপণ
"মার্ক" দিতে তাঁর গাত্র জ্বালা !

তাই পরীক্ষার নোটিশ পেলে,
প্রায়ই যাই গো লেপের তলে.
কিম্বা "প্রিভি-কাউন্সিলে"
খেয়ে "পার্‌গেটিভ্" দু'চার তোলা !

তার পর 'দেন sir' 'পার্‌ব sir'
মহামন্ত্র করিয়ে সার,
বাবা ডাক্তারের লয়ে লেটার
স্থুরু করি অশ্রু-ঢালা !

এত কষ্টের লেখা পড়া,
তবু বাবা বলেন "ভেড়া
বুড়ধাড়ী পাজী শূয়োর—"
আর কত কি যায় না বলা !

কি গা'ব আর দুঃখের গাথা,
(রাগে আমার জ্বলে মাথা !)
যার সাথে দেই বোনের বিয়ে
সেই বেটাই এসে বলে "শালা !"



বড়লোক ও ছোটলোক

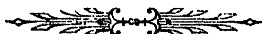
যদিও মোদের, তোমাদেরি মত, দাড়ি গোঁফ্ চুল্,
নাক্ কান্ মুখ্ চোখ ;
তাই বলে কেহ ভেব না কখনো আমরা হই গো—
তোমাদেরি মত লোক !
উভয়ের মধ্যে তফাৎটা কেমন ?—জানইত ?
শত ও সহস্র হস্ত !
অদৃষ্টের ফেরে তোমারা হচ্ছ সবি ছোট লোক,
মোরা বড় লোক মস্ত !
নিশিদিন সুখে সুন্দর শোভন অট্টালিকায়
আমরা করি গো বাস ;
তোমরা জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে না জানি কেমনে
কাটাও বারটী মাস !
আমরা ভ্রমণ করি ব্রুহাম্-ল্যাণ্ডো হাঁকা'য়ে,
চড়ি ফার্ষ্টক্ল্যাশ-গাড়ী !
তোমরা নেহাৎ অসভ্যের মত, রৌদ্র মাথে নিয়ে
পায়ে হেঁটে যাও বাড়ী !

আরামে আয়েসে, চপ্ কাটলেট্, ক্ষীর ও নবনী,
মোরা খাই দিবা নিশি,
যদি জোটে, শুধু মোটাভাত, শাক্-ডাল খেয়ে
তোমরা বড়ই খুসী !
রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় নিয়ে লাঙ্গল বেয়ে
তোমরা বুন গো ধান ;
আমরা তখন "বাগান বাড়ী" সেবিয়ে "ম"কার
স্ফূর্ত্তিতে মাতাই প্রাণ !
আর্ত্তস্বরে তোমরা যখন কর হাহাকার
গৃহেতে খাবার নাই !
তখন তোমাদেরি রক্ত সম তপ্ত টাকায়
আমরা নাচাই বাই !!
তোমরা মর না, তাতে দুঃখ কি ? খাজনার তরে
আমরা করি যে নালিশ !
নীলাম হ'য়ে যায় শেষে মাটী ঘর দোর বাড়ী,
জেলে নিয়ে যায় পুলিশ !!
মোদের ভাণ্ডার করিতে পূর্ণ তোমরা নিত্য
করিছ জীবন ক্ষয়,
একটী নিমিষে মোদের কিন্তু উড়ে লাখ্ টাকা
'টাইটেল্' করিতে ক্রয় !
এমনি বোকা তোমরা আবার, ভিখারী এলেই
চা'ল দিবে এক মুষ্টি,

মোদের চতুর দারোয়ান সব ভাগায় তাদের
দিয়ে কীল চড় যষ্ঠি !
ঢালি তেল মোরা তৈল সিক্ত সেই সব মাথে
যাহা হ'তে হয় স্বার্থ,
গরীবের ঝুলি করিলে পূর্ণ বল কিবা ফল ?
নষ্ট হয় শুধু অর্থ !
প্রজা এসে বলে "পড়েছি কর্ত্তা বিষম কষ্টে,
দু' বেলা জোটে না ভাত ;
খোকা বাবুদের বিয়েতে "মাগন" দিতে পার্ব্বো না,
গরীব আমি নেহাত্ !"
"তুমি ত বাপু হে, জমিদারকে ফাঁকিটী দেবার
ফন্দী করেছ পাকা !
নাচ গান বাই বাজি পোড়া কিছু হবে না বিয়েতে,
কেহই দিবে না টাকা ;
ঘরের টাকা ভেঙ্গে আমি দিব ছেলের বে' !
— লুট্‌বে তোমরা মজা ?
ফের ও কথাটী আন্‌লে মুখে, লম্বা জুতায়
করব এখনি সোজা !!"
জুতার ভয়ে কর্জ্জ ক'রেও টাকা দেয় প্রজা,
চোখে বয়ে যায় নদী !
কল্‌কাতা থেকে মহা ধূম ধামে নিয়ে আসি মোরা,
বুঝ্‌লে কি না—ইত্যাদি !"

"বাবু আমি যে গরীব বড়ই, ছেলে একটী
এবার দিবে সে "এলে",
পরীক্ষার 'ফিস্' জোটা'তে পারি নি, কি হবে উপায় ?
আপ্নি কিছু না দিলে !"
"ও সব কিচ্ছু হবে না বাপু ! ওই বাজে কাজে,
আমি বড়ই নারাজ !
নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শেখ, ভিক্ষায় শুধু
হয় কি কোনও কাজ ?"
এই উপদেশে না হলে তুষ্ট, হইগো রুষ্ট,
ভৃত্যকে ইসারা করি !
"নিকাল আভি হিঁয়াসে বেকুব গোল্ করো মত্"
গর্জ্জি ওঠে গিরিধারী !
কিন্তু যখন হ্যাট্-কোট-পরা ব্যক্তি বিশেষের
উর্দ্ধ-গোঁফ্ চাপরাসী
'সেলাম বাবুজি' বলিয়ে চাঁদার খাতাটী হস্তে
সমুখে হাজির আসি,
আমরা তখন সবাই হইগো মুক্ত হস্ত,
লাগা'য়ে দেই গো তাক্ !
'ইভ্নিং পার্টি', 'টেনিস্ ক্লাব' প্রভৃতির ঘর,
কিছুই রাখিনে ফাঁক !
বড় লোক কি না, দান্টা সুতরাং সভতই মোরা
বড় লোককেই করি !

ছোট ও গরীব লোককে জানিও অযথা কখনো
দেইনে একটী কড়ি !
আম্‌রা বড় লোক, দৃষ্টিটাও কাজেই উচ্চ,
কখনো নীচের দিকে,
ভুলেও কেহ তাকাই না, তাই ছোট লোক টোক্‌
পড়ে না মোটেই চোখে !
মোট কথা এই, আমরা কেবল নরমের যম,
শক্তের সবাই ভক্ত !
তোম্‌রা ছোট লোক সুতরাং এ সব রহস্য গভীর
তোমাদের বুঝা শক্ত !



সুখতত্ত্ব

(সুর-রামপ্রসাদী)

(১)

সুখ কিসে হয় ধরাতলে ?
আপন ভাবে মত্ত সবাই
আসল খবর কেউ না বলে।

(২)

জামাই বলে "বড় সুখময়
অর্দ্ধাঙ্গিনীর পিতৃ-আলয় !
আব র সুখের উপর পোয়া বার,
শালী যদি কানটা মলে !"

(৩)

পেটুক বলে "এম্‌প্রেস্‌ গজা,
জিলেপীটা টাট্‌কা ভাজা,
কেম্‌নে বুঝাই কেমন মজা
পরস্মৈপদী যদি মিলে !"

(৪)

শাক্ত বলে "বল্‌ছ মিছে,
সুখ ঝুলে ভাই পাঁঠার পিছে!
স্বর্গ-সুধা কোথায় লাগে
ঘি, মস্‌লায় পাক্‌টী হ'লে ?"

(৫)

বৈষ্ণব বলে "সুখ আর কোথায় ?
সুখ নাইরে ভাই কাছা দেওয়ায় !!
সুখ আছে রাধা-কৃষ্ণ- নামে—
(সেবা দাসী যদি মিলে !)"

(৬)

ব্রাহ্মণ বলে "বল্‌ছ ওকি ?
সেই সুখী যার আছে টিকি !
(আর) সেই সুখী যার নিমন্ত্রণে
আগে আগে ভুঁড়ি চলে !"

(৭)

আল্‌সে বলে "বল্‌ছ বৃথা,
সুখ কি মিলে যথা তথা ?
শীতকালেতে ভোরের বেলা
সুখটী থাকে লেপের তলে !"

(৮)

'গুড়্‌-গুড়ি'র ভক্তটি কয়
"কেম্‌নে বুঝাই কেমন সুখ হয়,
হাড় ভাঙ্গা খাটুনির ফাঁকে
একটি পূরা ছিলিম পেলে !"

(৯)

বরের বাবা বলেন কেসে,—
"সুখের নাগাল পেয়েছে সে
যার গৃহিণীর নেইকো মেয়ে,
'ফি' বছরেই একটি ছেলে !!"

(১০)

কেরাণীবাবু বলে হেসে
"সুখ নাইরে ভাই কলম পিষে !
সুখ সেই দিনই, যে দিন সাহেব
আদর ক'রে শালা বলে !!"

(১১)

নবকান্ত বলে "রাখ,
সে যে কি সুখ বুঝবেনাক,
পোষ্টাফিসে ধন্না দিয়ে
নূতন বৌয়ের চিঠি পেলে !"

(১২)

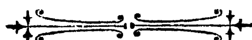
হেসে বলে কোন ছাত্র
"সুখ সেই দিনই কিছুমাত্র,
যেদিন পিঠে বোমা ফাটে
পণ্ডিতমশা'র 'গুড়ুম'-কীলে !"

(১৩)

কেহ বলে "দিয়ে বি, এ
বড় সুখ ভাই কর্ল্লে বিয়ে !
আরও সুখ ভাই ফের-বছরেই
খোকা যদি না বাবা বলে !!"

(১৪)

কবি বলেন "সবই ফাঁকা !
সেই সুখী যার আছে টাকা !
বিদ্যা বুদ্ধি সুখ সোয়াস্তি
সবই গজায় টাকার কলে !!"





তস্কর তন্ত্র।

(১)

কাকা দিতেন পড়ার খরচ,
বাস কর্ত্তেম মেসে,
পোলাও মাংস কর্ত্তেম ধ্বংস,
বন্ধু-বান্ধব মিশে :
সোনার ঘড়ি ঝুল্‌ত বুকে,
পায়ে ডসন্-বুট্,
ঘুর্ত্তেম সুখে লাগা'য়ে মুখে,
গন্ধমাখা চুরুট্ ;
বসন ছিল মোমের মত
'ফরাশ্-ডাঙ্গা'-ধুতি,
মাখ্‌তেম্ রোজ 'হোয়াইট্-রোজ্'
'পিয়ার্স' নিতি নিতি ;
পেছন্‌দিক্ কর্ত্তেম খাট,
সাম্‌নে লম্বা ঝুঁটি !

'মেসিন' দিয়ে কাটতেম্ সুখে
'আল্‌বার্ট' পরিপাটী !
গুরুজনকে কর্ত্তে প্রণাম
বড়ই হ'ত কষ্ট—,
ভয় হ'ত পাছেবা আমার
টেড়িটী হয় নষ্ট !
মাথাটী নোয়া'য়ে সাবধানে,
—ধুলিবা পাছে লাগে—
নমস্কারটী কর্ত্তেম্ ভয়ে
অঙ্গুলিত্রয়-যোগে !
বন্ধের আগে কর্ত্তেম্ 'প্লে"
সাজ্‌তেম আমি 'Hero' !
সব্ বিষয়েই পরীক্ষাতে
পেতেম মস্ত "Zero" !!
বাহিরে ছিলাম বুদ্ধিমন্ত,
ক্লাশে ছিলাম গাধা !
পড়ায় ছিলাম সবারি ছোট,
বয়সে "বড় দাদা" !
পণ্ডিত ম'শায়ের ছিল নাকো
চক্ষুলজ্জার লেশ্,
যখন্ তখন্ কর্ত্তেন্ তিনি
কাণের দফা শেষ !

বোম্বে হ'তে আমদানি-করা
'কীল' নামীয় ফলে,
প্রায়ই মোর 'টিফিন্' হ'ত
ক্লাশের মধ্যস্থলে !

* * *

(২)

এবম্প্রকারে নরমে গরমে
সেসন্ হ'ল শেষ,
ডাক্তারের সার্টিফিকেটে'
'Allowed' হলেম বেশ্ ;
'ইউনিভার্সিটীর' দয়ার গুণে
ভেড়া গরু যায় ত'রে—
'ম্যাট্রিকুলেশন্' পরীক্ষা দিয়ে
আমি কি থাক্‌ব প'ড়ে ?

* * *

(৩)

চস্‌মা এঁটে তাম্বুল-রাগে
লাল্ করিয়ে ঠোঁট্,
গায়ে দিয়ে 'ডবল-ব্রেষ্টে'র
'আল্‌পাকার কোট্,
সবুট-পদে মস্‌মসিয়ে
ঢুকে পড়্‌লেম "হলে",

উথলিল এসেন্সের ঢেউ
টেড়ি শোভন্-চুলে !
(কিন্তু) প্রশ্ন-পত্র দরশন মাত্র
হইল চক্ষু স্থির !
চিন্তার আর সময় কই ?
'বদর পাঁচপীর !—
ছিল সম্মুখের ছাত্রটীর
হাতের লেখা বড়,
আমিও ছিলাম—বুঝ্‌লেত ?
'নক্‌লিফাইং'এ দড় !
সুতরাং অর্থাৎ—কাজে কাজেই—
চল্‌ল হাতের পেন্‌,
আকাশ-মার্গে পবন-বেগে
যথা 'এয়ারোপ্লেন্‌' !
গার্ড বেটা নিশ্চয়ই ছিল
পূর্ব্ব জন্মে কসাই !
নইলে অহো ! এম্নি সময়
কর্ল্ল মোরে 'জবাই' !!
হঠাৎ এসে চটাৎ করে
ধরে ফেল্‌ল হাত !
আমিও নেহাৎ চম্‌কে উঠে
বেঞ্চে হলেম কাত্‌ !

"What are you doing sir ? "
"What are you doing ?"
আমি বল্লেম "I—I—I ?
I am not copying !—"
অতঃপর বুঝতেই পার,
'Half-moon' লভি ঘাড়ে,
বিদ্যালয়কে সেলাম করে
মেসে এলাম ফিরে !

* * *

(৪)

পত্র দিলাম কাকার কাছে—
"পরীক্ষা হ'ল সারা,
প্রশ্নগুলি যদিও এবার
বড়ই ছিল কড়া,
তথাপি আমি লিখেছি ভাল
এখন—জানেন সরস্বতী,
ভয় একটু, উত্তর গুলি
লম্বা হয়েছে অতি ;
'সিণ্ডিকেট্' পাশের 'পারসেণ্টেজ্'
কমা'য়ে দেছে এবার,
ফেল হইবে অনেক ছেলে
শুনছি 'রিউমার' ;

তা' যাই হোক্, পাশ্ ত হবই,
—বৃত্তিও পেতে পারি,
দিন পনর ষোলর মধ্যে
পৌছ্ব আমি বাড়ী"।
আমার হাতের চিঠি পেয়ে
তুষ্ট হলেন কাকা!
পাঠা'য়ে দিলেন অবিলম্বে
পথ খরচের টাকা!
"বিশেষ একটী প্রয়োজন,
চলিয়ে এস বাড়ী,
এক মুহূর্ত্তও তথায় তুমি
করিও নাকো দেরী;"
খুড়া মশা'র আদেশ পেয়ে,
বিদেশ করি ত্যাগ,
ঘরের ছেলে ঘরে এলেম
হাতে 'গ্ল্যাড্ষ্টোন' ব্যাগ!

* * *

(৫)

বাহির বাড়ী নহ্বৎ বাজে,
ভিতর বাড়ী মল,
জ্ঞাতি কুটুম্বের কোলাহলে
ভবন টলমল!

ছোট বোন্‌টি আস্‌ল ছুটে
পুতুল কোলে নিয়ে,
হঠাৎ অম্নি বলে ফেল্‌ল
"দাদা তোমার বিয়ে !"
ভয়ঙ্কর এই বার্ত্তা শুনে
ঘুরে উঠল মাথা—!
শুয়ে পড়লেম বিছানাতে
রাখিয়ে জুতো ছাতা।
সবে তখন ভাব্‌ল মনে
'ব্যাপার গুরুতর !'
সাধাসাধি কর্‌ল কতই
যত আপন পর ;
"বিবাহ আমি কর্‌বো নাকো
না হইলে এম্‌, এ" ;
প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হুলস্থূল
পড়িয়া গেল গ্রামে !
কেউ বলিল "এমন ছেলে
কভু হবার নয়,
হাজারের মধ্যে দু' একটা
ক্বচিৎ ক্রমে হয়" ;
কেহ বলে "এই বয়সেই
এত পড়ার ঝোঁক্ !

নিশ্চয়ই এটি ভবিষ্যতে
হবে একটা লোক !”
“এমন ছেলে জামাই করা
নয় গো সোজা কথা—
ত্রিশ্ শ টাকায় এম্নি বর
মিল্‌বে বল কোথা ?”

* * *

(৬)

নয়ন জলে কাকীমায়ের
বয়ান গেল ভেসে,
না দেখিয়ে অন্য উপায়,
হাত ধরিলেন এসে
“‘বল্‌ব কি আর কাকীমা— ?
তোমার অনুরোধ,
পালন মোর কর্ত্তেই হবে
যতই হোক্ ক্রোধ ;
‘দশচক্রে ভগবান্ ভূত’,
অমতে নাই ফল,
ক্ষতি হ’লেও কর্‌ব বিয়ে
মুছ আঁখির জল !”
তুষ্ট হলেন কাকীমা মোর,
সবাই হ’ল খুসী,

কোঁমর বেঁধে লাগ্‌ল কাজে
চাকর দাস দাসী ;
বিবাহে মোর, বুঝ্‌লে কি না,
ছিল না ইচ্ছা মোটে,
দেখ্‌লেই ত শুনা মাত্রই
কেমন গেছি চটে !!
বিয়ে না কর্ল্লে সকলেরি
মনে থাক্‌বে খেদ,
সেই কারণে আমিও বেশী
কর্ল্লেম নাকো জেদ !

* * *

(৭)

চাহিয়া দেখি রাত্‌ ফর্‌সা— !
দোর জানালা খোলা,
বর দেখ্‌তে দাঁড়া'য়ে আছে
"Would-be"-শালী-শালা !
উঠ্‌তে বড় দেরী হয়েছে—
বেলা বেজেছে 'নয়',
বাহির বাড়ী বাজ্‌ছে ঢোলে
'ঠাকুর কর্ত্তার জয়' !
প্রাণ্‌টী মোর উঠ্‌ল নেচে,
ঢোলের তালে তালে,

মুখ ধু'য়ে মাখ্‌লেম্ আমি
'হেজেলিন্ স্নো' গালে !
সেজে গুজে বস্‌লেম্ গিয়ে
'বৈঠক্‌খানা' ঘরে,
পাশের বাড়ী বিয়ের গোলে
গিয়েছে তখন ভরে' ;
কেউ ধর্‌ছে বাজার ফর্দ্দ,
কেউ মাপ্‌ছে দই,
কেউ বল্‌ছে "ওগো মশায়,
সন্দেশ্ রাখি কই ?"
কেউ হাতেতে কাজ্‌না পেয়ে
গোঁফেই দিচ্ছেন "তা",
কেউবা শুধুই তাকা'য়ে আছেন
মুখ্‌টী করিয়ে হা !
কল্কে সদা আছেন গরম্,
পুড়ছে বালাখানা,
কেউ খাচ্ছে—কেউবা আশায়
সাধ্‌ছে 'তা-না-না-না' ।
কেউ বল্‌ছে "বুঝ্‌লে কিনা ?"—
কেউ নাড়ছে মাথা !
"ই—কোথা গেল ?" বলিয়ে কেউ
খুঁজ্‌ছে এথা সেথা !

'গপ্প বাগীশ্' লুটছে ভাণ্ডার,
মারছে লাখ্ হাতী,
'বাক্য-বাগীশ্' বুঝিয়ে দিচ্ছেন
কাজের সূক্ষ্ম রীতি!
'তর্ক-বাগীশ্' নস্যি নাকে
হাঁচেন অনর্গল!
উকি মেরে হাস্‌ছে হিঃ হিঃ
দুষ্ট ছেলের দল!
'ব্যস্ত-বাগীশ্' কালী ঢেলে—
"ওঃ যাঃ"—ভোঃ দৌড়!
নিত্যানন্দ ছাড়ছে হাঁই
বলিয়ে 'প্রাণ-গৌর'!
ভৃত্যবর্গ একটীও নয়
ভোজনেতে নাচার,
কেউবা খাচ্ছে গালাগালিই
কেউ খাচ্ছে আছাড়!
বউ ঝিয়েরা উঠান্ ভরি'
দিচ্ছে 'আলিপনা,
শিশু সেপাই কচ্চে লড়াই!
শুন্‌ছে নাকো মানা;
কেউবা খাচ্ছে রসগোল্লা,
কেউ দেখ্‌ছে চেয়ে,

কেউ ছিঁড়্‌ছে মায়ের চুল,
—রুষ্ট ধমক্ খেয়ে !

* * *

(৮)

ইত্যাকার ব্যাপার যখন
সূর্য্য গেলেন অস্ত,
"পাত্র যাত্রা কর্ত্তে হবে"—
পুরুত ঠাকুর ব্যস্ত !
মেয়ে মহলে পড়িয়ে গেল
বিপুল সোরগোল,
বেজে উঠ্‌ল সানাই, বাঁশী,
কাঁশী, কাড়া ও ঢোল !
এদিকে আমি ড্রয়িং-রুমে,
ব্যস্ত কেশ-সেবায়,
"দেরী কিসের ?" দিলেন তাড়া
রুষ্ট খুড়া ম'শায় !
মনের মত একটা "টেড়ি"
হয় না কেন আজ ?
ব্যাকুলভাবে কেশ্‌-কলাপে
কচ্ছি কত তোয়াজ !
চুলগুলিও সময় বুঝে
সবে উঠ্‌ল ক্ষেপে,

এক মিনিটও যথাস্থানে
রাখ্‌তে নারি চেপে !
চুলের সনে চিরুণী-ত্রাস্
করিল ভীষণ-রণ !
কেউ না হারে, কেউ না জিতে,
সবারি প্রাণ-পণ !
কেশের কেউ রহিল সোজা,
কেউ হইল বাঁকা,
কেউবা চলিল কলিকাতা,
কেউ রওনা ঢাকা !
কেউ শুইল সটান চিৎ !
কেউ রচিল 'দুর্গ',
চিরুণী পড়িল ফাঁফরেতে,
বিষম উপসর্গ !
গুচ্ছ কয়েক বেয়াড়া চুল,
সর্প লাঙ্গুল প্রায়,
জড়ায়ে ধরিল চিরুণী-অঙ্গ,
আর সে কোথা যায় ?
বহু কোস্তাকুস্তি, ধস্তাধস্তি
"চিরুণী-চুলে" যুদ্ধ !
হঠাৎ হস্ত হেঁচ্‌কা-টান্
মারিল হ'য়ে ক্রুদ্ধ !

ভগ্ন-দন্ত-চিরুণী হইল
কেশ-কবল-মুক্ত !
উপাড়িল শত শিরোরুহ,
ঝরে মস্তকে রক্ত !
বাহির হ'তে ধাক্কা কবাটে—
"এই একটু দেরী !"
সাজ সজ্জা সকলিত শেষ
বাকীই শুধু টেড়ি !
বেগতিক্ দেখে গালির ভয়ে,
করতে হ'ল ইতি ;
গোঁজামিল্ দিয়ে সোজাসুজি
তৈরি কল্লে'ম সিঁথি !
রুমালে চুলে করিয়ে ত্বরা
'এইচ্ বোস্'কে সাবাড়,
বাহির হলেম পায়ে দিয়ে
"ক্রকোডাইল্-লেদার" ;
'বাহবা ! বেশ্ ! জামাইবাবু !
সাবাস্ কেয়াবাৎ !!'
ফ্রেণ্ড্স্-দল্ স্তব্ধ অবাক্ !
একাই কিস্তিমাৎ !!
বধির-করা উলু-ধ্বনি
আশীর্ব্বাদের মাঝে,

শুভকার্য্যে যাত্রা কর্লেম !
সাতটা তখন বাজে ।

*　　*　　*

(৯)

"বর এসেছে"—পড়্‌ল সাড়া,
এয়োতে থই থই !
"স্ত্রী আচারের সময় যায়,
নাপিত বেটা কই ?"
ভীষণ-কষ্টে ভিড় ঠেলিয়ে
নাপ্তে এসে হাজির—
"কোলে নে, ওরে ! কোলে নে",
হুকুম হ'ল জাহির ;
লজ্জায় আমি জড়সড়,
মুখ্‌টী মোর নত,
নাপ্তে আমায় তুলিল কোলে
বিষম থতমত ;
নামিয়ে দিল 'ধপাৎ' করে
এয়ো ব্যূহের মাঝে !
"উলু" "উলু" "উলু" রণ-ভেরী
সঙ্গে সঙ্গে বাজে !
স্ত্রী আচারটী কেমন জিনিষ
ছিল নাকো জানা,

নীরব আমি পিঁড়ির 'পরে,
চৌদিকে নারী সেনা !
শুধু হাসাহাসি, ঘেঁষাঘেঁষি,
অলঙ্কারের ধ্বনি,
কিশোরী কর্‌ছে কলরব,
যুবতী কাণাকাণি !
কেউ বল্‌ছে "দিব্যি বর্‌টী"
কেউ বল্‌ছে "বাঃ !"
"তোরটীও ভাই এম্নি বুঝি ?"
কেউ বল্‌ছে "যাঃ !"
কেও বল্‌ছে "বরের বর্ণ
কেমন মিহিকাল—"
"রাধার পাশে কেষ্ট ঠাকুর
মিলন হ'বে ভাল !"
কেউ বল্লে "আল্‌কাত্‌রাতেই
তিন্‌টী হাজার ডাক্ !
সাদা হ'লে কনের বাবাকে
লাগিয়ে দিত তাক্ !!"
"রঙ্গ্‌টী দে'খো ফর্‌সা হবে,
বিয়ের জল পেলে,"
"এ বর আর হয় না সাদা
ধোপা বাড়ীও গেলে !"

"বরের বয়স—"কেউ বল্‌ছে
"নয়কো তেমন বেশী,"
"তোর বরটী এম্নি হ'লে
হতিস্ বুঝি খুসী ?"
"দেখ্‌ছিস্ না লো কামায়েছে
মুখের গোঁফ দাড়ি ?
দেখ্‌তে কচি খোকা হ'লেও,
বরটী বুড়ো ধাড়ী !"
"পাউডার্ দিয়ে কাল মুখে
করেছে চুন্‌কাম্ !
আসল রঙ্‌টী যাচ্ছে দেখা,
ঝরছে যেথা ঘাম !
স্ত্রীলোক হ'লে বরটা হ'ত
দশটী ছেলে মা !"
কেউ বল্‌ল "দূর্ দূর্ দূর্" !
কেউ বল্‌ল "হাঁ" !
মুচ্‌কি হেসে নয়ন টেনে
কোনও সুরসিকা,
মাঝে মাঝে কর্চ্ছে আবার
'মল্লিনাথের টীকা'—
"পোষাকেরি বা কিবা ঢং !
টেড়ীর কিবা ছিরি !

বাছা হনু ধরেছেন শিরে
'গন্ধমাদন' গিরি।"
প্রশংসাগুলি 'কুইনাইন-পিল্' !
গিল্‌ছি কোন মতে,
এয়োরা সব কচ্ছে বরণ
চালুন-বাতী হাতে।
এসবই ঠাট্টা, জানইত ?
সত্যি কিছুই নয়,
পিঁড়ির'পরে দাঁড়ায়ে আছি
Like a good boy
হঠাৎ ওকি ! মলেম ! বাপ্‌রে !
বাহিরায় যে প্রাণ !
দুদিক্ থেকে দুইটী এয়ো
ছিঁড়ে ফেল্‌ল কাণ !!
চৌদিক্ হ'তে "উলু" রবের
উঠ্‌ল মহা ঢেউ,
হাসির গোলে "উহুঃ"টী আমার
শুন্‌ল নাকো কেউ !
অতিকষ্টে খাট্টাঠাট্টা
কর্ম্মের পরিপাক,
(প্রাণ বাঁচানো দেখ্‌ছি দায় !
বিয়েত চুলোয় যাক্,)

*　　*　　*

(১০)

"সারাদিনটা উপোস্ গেছে,
　　রাত্তির হ'ল ঢের,
এখনো দেখ্‌ছি মিট্‌লনাকো
　　স্ত্রী আচারের জের !
একি ! মেরে ফেল্ল ছেলেটাকে,
　　কেউ শুনেনা মানা !—"
পুরোহিতের ধমক্ খেয়ে
　　রুষিল এয়োসেনা !
কটাক্ষবাণ কেউ হানিল !
　　কারো মুখেতে ঝড় !
সবেগে দিয়ে নোলক্-নাড়া
　　কেউ চলিল ঘর ;
ফোঁস্, ফোঁস্ ফণিনীর মত
　　গর্জ্জিয়া কেউ উঠে,
"সরে দাঁড়ানা—"বলিতে "ঠাস্"
　　পড়িল খুকীর পিঠে !
কেউ রোষেতে রণ-চণ্ডী !
　　বাঁকিল কারো ঠোঁট্ !
কেউবা খেলেন রাগের চোটে
　　মস্ত এক হুচ্ছোট্ !

স্ত্রীআচারের অভিনয়ে
পড়িল 'ড্রপ্‌সিন্‌',
সানাই আবার 'পোঁ' ধরিল,
ঢোলক্‌ 'তাক্‌তা-ধিন্‌'!

* * *

(১১)

"বর আসিল—" সভাস্থলে
পড়িয়া গেল সাড়া!
হর্ষে সবাই উঠ্‌ল মেতে—
যুবক-ছেলে-বুড়া!
মস্ত একটা তড়িৎ-তুফান্‌
সভায় গেল ব'য়ে!
আছে দেখি হাজার নয়ন
আমার দিকে চেয়ে!!
আজ যেন গো আমি একটী
দিগ্বিজয়ী বীর!
সৌভাগ্য মোর চরণতলে
হর্ষে নোয়ায় শির;
কোথায় তোমার সেরাজদৌল্লা?
কোথায় তোমার লাট?
আজকে সবাই চম্‌কে যাবে,
মান্‌বে সবে ঘাট্‌

এযে কি সুখ ! বুঝ্‌বে নাকো
বিয়ে করনি যারা,
জীবনের মাঝে এ দিনটী
সব দিনের সেরা !!
চারিদিকেই শার্ট-কোটের
বিষম ঠাসাঠাসি,
বাগবিতণ্ডা, কাণাকাণি,
মুচ্‌কি হাসাহাসি ;
এসেন্স গন্ধে থই, থই,
সুন্দরীদের হাট্ !
ঝল্‌সে যায় নয়ন দেখি
অলঙ্কারের ঠাট্ !
রঙ্গিন্‌-বাতীর ছড়াছড়ি,
আলোয় লালে লাল্ !
"প্রীতি-উপহার" স্কন্ধে ঘুরে
নব্য কবির পাল !!
"কনে আন" সভার আদেশ—
শিউরে উঠ্‌ল গা !!
বুকের মাঝে 'ধপাস্‌' 'ধপাস্‌' !
কাঁপছে কেন পা ?
লাল শাড়ীতে শরীর ঢাকা,
সোণার পাতে মোড়া,

ঠিক্ যেন এক গুটী-পোকা

রেশম জালে পোরা !

আট্ বছরের গৌরী এল

ফুলের মালা হাতে,

ঘুমে ঘাড়টী পড়ছে নু'য়ে,

সোনার মুকুট মাথে !

* * * *

(১২)

সমাপ্ত হ'ল সাত পাক্‌টী,

শুভ দৃষ্টি হবে !

বন্ধু মহলে হুড়াহুড়ি—

ঘির্‌ল আমায় সবে ;

চারিদিকেই গ্যাস্‌লাইট !

ঝল্‌সে যায় চোখ !

না জানি "সে" দেখতে কেমন !

গিল্‌ছি আমি ঢোক্ !!

ঘোম্‌টা-মেঘের আড়াল ত্যজি

বধূর মুখ শশী,

ঢুলু ঢুলু মৃগ-নয়ন

সাম্‌নে উঠ্‌ল ভাসি !

তাকাও' 'তাকাও' 'চেয়ে দেখ'—

সবাই করে হুকুম্,

আমি ত চেয়ে আগাগোড়াই,
“ওঁর” চোখে যে ঘুম !
রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়া’য়ে আছি
নিষ্পলক নেত্র !
মেলিল আঁখি এই বুঝিবা—
ঘামিল মোর গাত্র !
চাহিতে চাহিতে চাহিল না,
ঘুমায় চক্ষু মুদে !
হাঁকাহাঁকি ছেড়ে ঝাঁকাঝাঁকি—
হঠাৎ ফেল্‌ল কেঁদে !
(সুতরাং) একতরফা হ’ল শুভ-দৃষ্টি !
তাতেই আমি তুষ্ট,
নিরেট-গদ্যে বিয়েটা হ’ল
এই যা মনঃকষ্ট !!

—উপসংহার—

কাব্য শুনিয়ে নব্য-পাঠক্
বোধ হয় চটিতং !
সমালোচকও ভ্যাবাচেকা,
পাঠিকা রেগে টং !
সুতরাং এখন তাড়াতাড়ি
করতে হ’ল ইতি—

আজ্‌কে আমার 'ফুল-শয্যা' !
নিভিয়া গেছে বাতী ;
আতর এসেন্স বায়ু সনে
কর্‌ছে ছুটোছুটি,
বিছানাতে বকুল-বেলী
খাচ্ছে লুটোপুটি !
ঘরের মাঝে হাসির রোল,
এয়োদিগের গলা,
মিঠে হাতে কড়া ভাজা
টাট্‌কা-কাণ-মলা,
দোরের পাশে ফিস্‌-ফিসানি,
চাপা চাপা হাসি,
টিপে টিপে পা'টি ফেলা,
সব-জান্তা-কাশি,
সকলি তখন থেমে গেছে,
রাত্রি প্রায়ই শেষ,
তখনো আমি জেগে আছি,
নাইকো ঘুমের লেশ;
পাশের "তিনি"ও অচেতন,
নাস্তি নড়া চড়া,
পেছন্‌ ফিরে শুয়ে আছেন
শাড়ী-শ্যামেজ-মোড়া !

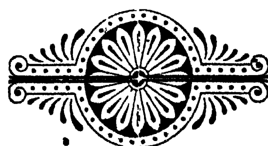
আদর যত্ন সাধাসাধি,
সব হয়েছে বৃথা,
প্রসন্না মোটে হন্‌নি দেবী,
কহেননিকো কথা !
বন্ধুদিগের অভিজ্ঞতা,
যুক্তি, মন্ত্রণা, দীক্ষা,
ভেসে গেছে ঘুমের বন্যায়
নভেলের যত শিক্ষা ;
কাতুকুতু-চুম্ব-চিম্‌টি
ঠাণ্ডা নরম গরম
Psychophysical Scientific
Process হরেক রকম,
সবি যখন ব্যর্থ হয়েছে,
অস্ত্র সবই কাবার,
অগত্যা তখন চক্ষু বুজে
করছি ঘুমের জোগাড়—
হঠাৎ মাথে চাপ্‌ল খেয়াল,
দেখ্‌ব বধূর মুখ,
আলো জ্বেলে ঘোম্‌টা খুলে
মিটায়ে মনের সুখ !
যেমন ইচ্ছা তেমনি কাজ,
জ্বালিনু দেশালাই,

বুকের মাঝে 'ধড়াস্ ধড়াস্' !
আমাতে আমি নাই !
আস্তে আস্তে চোরের মত—
বাঁ হাতে মোম্‌বাতী,
ডা'ন্ হাতে ঘোম্‌টা খুলিনু—
নিদ্রিতা শ্রীমতী !
ঠিক্‌রে পড়ে উজল আলো
কোমল মুখের 'পরে !
কি দেখিনু সেই নিমিষে !
বল্‌ব কেমন ক'রে ?
সুন্দর ! কি সুন্দর গো !
পরীর মত মুখ !
কাল কাল জোড়া ভুরু,
টানা টানা চোখ !
তাম্বুল-রাঙ্গা ঠোঁট্-দুখানি,
তূলিতে যেন লেখা !
স্বপ্নে ফোটে সোহাগ-মধুর
সলাজ হাসি রেখা !
কম্পমান্ হস্ত আমার—
নিশ্বাস গেল থেমে !
প্রদীপ্-উজল্ অধর পানে
মুখ্‌টা এল নেমে—

হঠাৎ ওকি ! সর্ব্বনাশ !
জ্বলন্ত-মোম্ গলে'
পড়্‌ল অনল-ধারা সম
নব বধূর গালে !!
"বাবাগো" "মাগো" "মলেমগো"—
বিকট্ চীৎকার !
আমিও অবাক্ ! হতভম্ব !
চক্ষে অন্ধকার !
"কি হ'ল" "কি হ'ল"—চারিদিকে
বিষম হৈ চৈ !
একি ফ্যাসাদ্ ! কি করা যায় ?
ভাব্‌তে সময় কই ?
বাতীটা ফেলে কবাট্ খুলে
আমিত হরিবোল্ !
"চোর", "চোর", "চোর",—বাড়ীময়
বিষম সোরগোল,
হুছোট্, ধাক্কা, ইট্ পাট্‌কেল
গ্রাহ্য নেইকো কিছু !
দৌড়্ ! দৌড়্ ! বিষম-দৌড়্ !
ছুট্‌ছে লোক্ পিছু !!
রায় বাড়ীর গণ্ডার সিং
জবর পালোয়ান,

চোর ধরিতে সে 'ছাতু'ও
হইল আগুয়ান !
ব্যাঘ্রসম ভীষণ লম্ফে
পড়িল আমার ঘাড়ে,
সাম্‌লাতে নারি উপুড় হ'য়ে
পড়িনু পথের ধারে ;
বজ্র-মুষ্টি পড়িল পৃষ্ঠে—
ওজন বিরাশী-সিক্কা !
বিকট্-দাপটে বিরাট্-চাপট্ !
আমার উঠিল হিক্কা !!
গর্জ্জি উঠিল গণ্ডার সিং
"কাঁহা পালাওগে শালা ?"
"পাক্‌ড়ো" "পাক্‌ড়ো" বলিয়ে কেগো
ধরিল টিপিয়ে গলা ?
সরিষা-পুষ্প চক্ষে হেরিনু,
ঊর্দ্ধে উঠিল তারা !
ধূলি শয্যায় চেতনা লুপ্ত,
"তস্কর" পড়ে ধরা !!

ইতি চোরধরা পালা সমাপ্ত।



প্রাইভেট টিউটার

উপার্জ্জনের নামটী নেই,
বাটি বসে' বসে' একা,
করিতেছি ডাল ভাতের শ্রাদ্ধ !
রেগে রেগে খুন কাকা !
চাকুরী কি বাপু স্বর্গ থেকে
আপনি চলিয়ে আসে ?
খবর রাখনা খরচ কত যে
লাগিতেছে প্রতিমাসে !
বসে বসে' যদি দিন চ'লে যায়,
কি হ'বে চাকুরী খুঁজে ?
কাকার ঘাড়ে চাপায়ে সংসার
নিজে আছ চোখ বুজে !
রুষ্ট-বাক্যে কষ্ট উপজিল
প্রতিজ্ঞা করিনু মনে,
'ফিরিব না আর না হ'লে চাকুরী,
মিশিব না কারো সনে'।

অতঃপর দুর্গা নাম স্মরি,
লইয়ে চাদর ধুতি,
গৃহ হতে হইনু বাহির,
পায়ে চটি, শিরে ছাতি।

* * *

'সেলামী' দিয়ে চাপরাশীকে
পাঠা'য়ে দিলেম কার্ড,
"No Vacancy, all right babu"
বলিল Mr. Hard ;
কম্প্র-বক্ষে, আঁধার চক্ষে
পার না হইতে গেট,
'ঘেউ' 'ঘেউ' ঘোর গর্জ্জন করি
ধাইল মেমের pet !
শ্বেতাঙ্গিনী হাসিয়া অস্থির !
আমিগো অস্থির ভয়ে !
আর্দ্দালী আয়া দেখ্‌ছে মজা
Babies কোলে নিয়ে ;
"Come back my darling" (শুনি)
ফিরে সারমেয় ক্রুদ্ধ ;
কাপড় জামা ধু'য়ে গঙ্গায়
করিনু চিত্ত শুদ্ধ !!

* * *

অধম-তারণ 'teaching-line'!
সেথাও বিষম-ভিড়!
লড়াই করছে প্রাণ-পণে
যত গ্র্যাজুয়েট-বীর!
"অণ্ডারের" ত পাত্তা নেই
'ম্যাট্রিক্' ভয়েই চুপ্!
'B. T.' ও 'Experience'এর
পায়তাড়াটা খুব্!
ত্রিশ্-টাকায় ঘস্‌ছে এম্, এ!
'বি,এ'র, নাই নাড়ী!
'Distinction' খাচ্ছে খাবি,
"অনার্স" গড়াগড়ি!
"আই, এ," করছে একাদশী,
"এলটী" হাঁপায় পথে।
'Recommendation' যুদ্ধ করে
"প্রাইভেট্ চিঠি"র সাথে!
"দরখাস্তে"র পাহাড় দেখে
হেড্ ক্লার্কের ফিট!
"ক্যাণ্ডিডেটের" শ্রাদ্ধ করেন
চেয়ারে চাপিয়ে পিঠ!

* * *

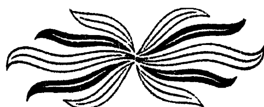
সব অফিসেই মারামারি,
কোথাও নাইকো ফাঁক্ ;
খাট্‌ছে আশায় অনাহারী
'Apprentice'এর ঝাঁক্ !
'চেনা-মুখে'র কেল্লা-ফতে,
'ধর-পাকড়ে'র জয় ;
'My-man'এর পোয়া-বারো,
'জোগাড়ে'র নাই ভয় ;
"নমিনেশন্-মেশিন" ঘুরে,
কেরানীর হাতে চাবি !
'পান-খাবার' টাকার তলে,
চাপা পড়্‌ছে দাবী !
Angry হ'য়ে যাচ্ছে ফিরে,
Hungry-graduate !
'বড়-বাবু' হাস্‌ছে হোঃ হোঃ— !!
বুলা'য়ে দাড়ি পেট্ !
সাহেব মত্ত মেম্‌কে নিয়ে,
কেবা শুনে কার্ কথা !
"See me in the office Sir !"
বলেন্ ঝাঁকিয়ে মাথা !!

* * *

নানাস্থানে গলা-ধাক্কা খেয়ে,
শেষে উপনীত ঢাকা,
'প্রাইভেট্-টিচারি' মিলিল এক,
মাহিনা চৌদ্দ-টাকা !
(আর) যাই হোক্, কপালে আমার
ছাত্র ছিল না মন্দ,
হইত পড়া জিজ্ঞাসিলেই
মুখের কথাটী বন্ধ !
যতই বক, যতই রোখ,
যতই নাড়না মাথা,
সে শ্রীমুখে সে দিনের মত
ফুটিবে না আর কথা :
ত্যক্ত হ'য়ে যেম্নি এক্টী
মেরেছি পিঠেতে চড়,
আরত বাপু নাইকো রক্ষা,
অমনি উঠ্লো ঝড় !
"কে মারে গো বাছাকে আমার ?
মাষ্টার মশায় বুঝি ?—"
ধমক্ শুনেই আত্মা ঠাণ্ডা,
পকেটে হাতটী গুঁজি !
ব্যাপার মন্দ দেখিয়ে ছাত্র
ফন্দী করিল বাহির,

অতি সাবধানে বিদ্যাবুদ্ধি
              করতে লাগ্‌ল জাহির ;
বাক্সে দেখি 'মনি-ব্যাগ্‌' নাই !
              কোথায় বা চটি ছত্র ?
পকেট থেকে হারা'নু একদা
              খোকার মায়ের পত্র !
ছাত্রে বলিনু "বলত সত্যি
              এ সব কাহার কাণ্ড,
সত্যি বল, নইলে তোমায়
              দিব গো বিষম দণ্ড !"
শুষ্ক কণ্ঠ হইল শিষ্যের,
              মুখটী মলিন-বর্ণ !
কঠোর স্বরে কহিনু উচ্চে,
              ধরিয়ে দুইটী কর্ণ,
"চৌর্য্য-বৃত্তি শিখেছিস্‌ কোথা
              ওরে নির্ব্বোধ দুষ্ট ?—"
চাহিয়া দেখিনু ধাইয়া আসিছে
              ছাত্র জননী রুষ্ট !
উগ্র-চণ্ডা-মূরতি আসিল
              হাতেতে দীর্ঘ ঝাঁটা !
(আমার) দুধের বাছাকে বলিবে চোর,
              কারগো বুকের পাটা ?—"

রাগে গরগর্ কর্ত্তা এসে
চাহিয়ে আমার দিকে,
হুকুম দিলেন "ঘাড়টী ধ'রে
বের ক'রে দাও একে—".
গ্রীবাটী মোর বাঘের মত
ধরে এসে রামদীন !
আমি বল্লেম্ "আমিই যাচ্ছি,
মাহিনা মিটায়ে দিন—"
"মাহিনা লেওগে বেইমান্ ?
নিকাল হিয়াঁসে তুম্—"
বল্‌তে বল্‌তে নিমেষেতে
শব্দ উঠে 'দুমাদুম্' !
এক মাসের পাওনা মোর
রূপেয়া নগদ চৌদ্দ,
বদলে তা'র হইল পৃষ্ঠে
পাকা কাঁঠালের শ্রাদ্ধ !!





সব সমান

বামণ-চোষা হুঁকা আর
গোয়াল-চোষা গাই ;
বাদুর-চোষা নারিকেল,
আর ছেলে-চোষা মাই ;
আম্‌লা-চোষা জমিদার,
"ষ্টাইল"-চোষা হাকিম ;
মোক্তার-চোষা মক্কেল,
ফরিঙ্গ-চোষা ডালিম্ ;
পোষাক্-চোষা নূতন-জামাই,
জামাই-চোষা শ্বশুর ;
মোসাহেব-চোষা হঠাৎ বাবু ;
জেলে-চোষা পুকুর ;
"——"চোষা আসামী ও
খাতির-চোষা দোকান,
"ম"কার-চোষা যুবা-পুরুষ,
বয়স-চোষা মান ;

প্রকাশক্-চোষা গ্রন্থকার,
অভাব-চোষা ঠাট্ ;
চাঁদা-চোষা রায় বাহাদুর,
বাছুর-চোষা বাঁট্ ;
সাহেব-চোষা মহারাজা,
নায়েব-চোষা প্রজা ;
মহাজন-চোষা দেন্‌দার,
খেতাব্-চোষা রাজা ;
পাচক্-চোষা ঘন দুধ,
বাচ্চা-চোষা ছাগী ;
চাকর-চোষা বাজার-ফর্দ্দ,
ডাক্তার-চোষা রোগী ;
থিয়েটার-চোষা কুলবধূ
ব্যারাম-চোষা দেশ ;
ফ্যাসন-চোষা বাবুগিরি,
বাহার-চোষা বেশ ;
বন্ধু-চোষা ব্যবসায়,
বাহোবা-চোষা দাতা ;
আচার-চোষা আরাধনা,
কর্ত্তা-চোষা নেতা ;
আইন-চোষা স্বাধীনতা,
খেয়াল-চোষা প্রেম ;

নভেল-চোষা ডাগর মেয়ে
'কোর্টসিপ্'-চোষা মেম ;
স্বার্থ-চোষা পরিবার
হিংসা-চোষা বধূ ;
সেলামী-চোষা চাক্‌রি আর,
ডেয়ে চোষা মধু ;
কন্যা-চোষা পিতৃ-বিত্ত,
আড্‌ডা-চোষা ছেলে ;
ঘানি-চোষা সরিষে আর,
নিকারী-চোষা জেলে ;
পঙ্গ-চোষা পাকা ধান,
সঙ্গ-চোষা স্বভাব ;
ঘুণে-চোষা কাঁচা বাঁশ,
কায়দা-চোষা নবাব ;
নিকেশ্-চোষা তহশীলদার,
রৌদ্র-চোষা কাঠ্ ;
এয়ার-চোষা রাজকুমার,
খরা-চোষা মাঠ ;
স্যাক্‌রা-চোষা সোণা আর,
মোড়ল-চোষা গাঁ,
আদর-চোষা নন্দন,
পাটনী-চোষা না' ;

"পাটি"-চোষা ব্যারিষ্টার,
হুজুগ-চোষা প্লিডার ;
উকীল-চোষা মোকদ্দমা,
পক্ষ-চোষা বিচার ;
সব সমান সব সমান,
সব সমান ভাই ঃ
বাহিরেতে চটকদার
ভিতরে কিছু নাই !!



নীতি-পঞ্চাশৎ।
FIFTY MORALS.

(১)

সাহেব দেখিলেই করিবে 'সেলাম',
পুলিশ দেখিলে 'লম্বা'—!
উদার হৃদয়ে করিবে গো ক্ষমা
পিঠেতে কসিলে "বোম্বা" !

(২)

মনিবের গালি শুনিবে নীরবে
"ড্যাম্" ও "শূয়ার্কা বাচ্ছা"
বলিবে "হুজুর, আপনি মা বাপ্,
যা, বলেন তাই আচ্ছা !"

(৩)

নিমন্ত্রণ পেলে গাদিবে ঠাসিয়া
দিবে প্রাণ পণে পাল্লা,
ফুলিবে উদর ? তাতে ক্ষতি কি ?
নিত্য মিলিবে কি গোল্লা ?

(৪)

অন্দর মহলে ঢুকিতে হইলে,
ডাক্তার হওয়াই যুক্তি ;
বিনা পয়সায় বিলাইবে জল,
বাড়িবে রোগীর ভক্তি !

(৫)

টিকেট না কিনে চড়িবে ট্রেণেতে
যদি পার কোন ফাঁকে !
দেশের অর্থ দেশেতে থাকুক !
দিবে কেন বিদেশীকে ?

(৬)

হোটেলে গেলেই ছাপাইবে জাত,
সাজিবে ব্রাহ্মণ সাচ্চা ;
পকেটে রাখিবে শুভ্র পৈতা এক,
হওনা যাহারি বাচ্চা !

(৭)

ষোলর আগেই বিয়ে দিবে ছেলে,
বধূটী আনিবে মস্ত !
নইলে দেখো' ছেলে, বদ ক'রে দিবে
তাহার যতেক দোস্ত !

(৮)

নেতাই যদি হও, বক্তৃতা দিয়ে
আগেই খুলিবে "ফণ্ড" !
কিছু হাতাইয়ে চুপ মেরে যাবে !
বলুক না লোকে ভণ্ড ?

(৯)

আইন পড়িলে, মিথ্যা কথাটাকে
আগেই করিবে মক্স ;
পাওনাদারের তাগাদা কমা'বে
ভাঙ্গিয়ে মায়ের বাক্স !

(১০)

পত্নীর নামেই জমাইবে টাকা,
স্ত্রী-ধন নহেগো ভাজ্য ;
ভাই ভাই যবে ঠাঁই ঠাঁই হবে
প্রাপ্য বুঝে নিও ন্যায্য !

(১১)

'সর্‌কারী' আফিসে চাক্‌রী করিলে,
কাগজ, কলম, ছুরি,
ছেলের যা' লাগে—কিনিওনা কভু,
ইহা নহে যেন চুরি !

(১২)

কর্ত্তার কাছে গরুড় পক্ষী—
দেখাইবে হৃদি কম্প,
সমানের কাছে করিবে গর্জ্জন,
বক্তৃতা ও লম্ফ ঝম্প !

(১৩)

কাজ কর্ম্ম কভু কর বা না কর,
খাতা পত্রে থেক ঠিক্ !
"অডিটর" সাথে করিবে আপোষ,
যদি দেখ বেগতিক্ !

(১৪)

প্রজার শোণিত করিবে শোষণ,
আইন রাখিয়ে হাতে ;
সভায় দেখিলে চাঁদার খাতাটী,
পলাইবে কোনমতে !

(১৫)

ছুটী নিতে হ'লে 'টেলিগ্রাম' চাই—
"Wife seriously ill" !
অথবা কিনিবে ডাক্তারের চিঠি
খেয়ে দু'টী "বেড্ পিল"।

(১৬)

মেম্ রেখে দিয়ে শিখাবে মেয়েকে
সেলাই, সঙ্গীত, নৃত্য ;
হাওয়া খেতে গেলে পাঠা'বে সঙ্গে
বিশ্বাসী বেকুব ভৃত্য !

(১৭)

পত্নীকে দিবে পূর্ণ স্বাধীনতা
যখন করিবে কলহ,
লেপ্ মুড়ি দিয়ে জাগিয়া ঘুমাবে
ঢাকিয়ে কর্ণপটহ।

(১৮)

পরিবার না থাক্, জেনানা-গাড়ীতে
মাঝে মাঝে দিবে উঁকি !
প্ল্যাট্ফর্মে করিবে পায়চারি,
ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি।

(১৯)

বেঞ্চ বেমালুম দখল করিয়া
শুইবে ঢাকিয়া দেহ,
বলিবে "মশায় ! টাইফয়েড্ জ্বর—"
যখন ডাকিবে কেহ !

(২০)

হ্যাট্ কোট্ পরি ট্রেনেতে চড়িবে,
মুখে ইংলিশ তুব্ড়ি !
সভয়ে সম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইবে
'পাড়াগেঁয়ে' ও 'পাগ্ড়ী' !

(২১)

'তৃতীয় শ্রেণী'র টিকেট্ করিয়ে
'ইণ্টারে' চড়িবে ভুলে !
"চেকার" ধরিলে পকেটে তাহার
'Something' দিবে ফেলে !

(২২)

করিবে হজম গৃহিণীর গালি,
ফিরিঙ্গীর ঘুসী-ধাক্কা,
প্রমাণ-বিহীন গচ্ছিত-ধন
ওয়ারিশ্ গেলে মক্কা !

(২৩)

"Public money" পড়িলেই হাতে
চুষিবে আকণ্ঠ ভরি',
দশের টাকায় কিনিবে বেনামী
বাগান দ্বিতল বাড়ী

(২৪)

অন্তিম-শয্যায় শয়ান জনক
যখন চেতনা-হারা,
আস্তে ও গোপনে কোমর হইতে
খুলিবে চাবির তাড়া !

(২৫)

হাকিমের পাশে বসিয়া লিখিবে,
বাঁ হাত পেছনে পাতি !
স্বেচ্ছাকৃত দান তুলিবে পকেটে
নীরবে নির্ভয়ে অতি !

(২৬)

পুলিশ হইলে 'বোতল-মার্কা'
হবে 'ম'কারের ভক্ত,
শিক্ষিতের কাছে লইওনা ঘুষ,
চাষার চুষিও রক্ত !

(২৭)

বড়লোক হ'লে লাখ্ টাকা দিয়ে
সহরে কিনিবে বাড়ী ;
রাখিবে বাগান, সহরের সেরা—!
ফিটন মোটর গাড়ী !

(২৮)

পরীক্ষার "হলে" নকল করিবে,
কিম্বা বদলাইবে খাতা !
পকেট বোঝাই করিয়া লইবে
ছিঁড়িয়া বইএর পাতা !!

(২৯)

পরীক্ষক যদি দেয় ফেল করি'—
Have you understood ?
Rustication ? হয় হবে হোক্,
Teach him a lesson good !

(৩০)

পাচক্ রাখিবে ফিট্‌ফাট্ বাবু,
কখন-না-হয়-ক্রুদ্ধ !
মুখে-চোখে-হাসি চতুর রসিক্,
"সবাই" সেবায় মুগ্ধ !

(৩১)

না হ'ক সুন্দরী—ধনী-কন্যা সনে
বিবাহ দিবে গো পুত্রে ;
লইবে না "পণ"—পাঠা'বে খবর
কাগজে বিশ্বস্ত-সূত্রে !

(৩২)

বড়লোক্ টৌক্ মুরুব্বী না হ'লে
উন্নতির আশা অল্প,
দেখা হইলেই নিবে পদধূলি
সুবিধা পেলেই গল্প—!

(৩৩)

আফিসের হেড্ হইলে, করিবে
অপরের আশা চূর্ণ,
শ্যালক-জামাতা কুটুম্ব-স্বজনে
'ভেক্যান্‌সি' করিয়ে পূর্ণ !

(৩৪)

'টিউটর্' হ'লে প্রশ্ন বলে দিবে,
গোপনে 'প্রাইভেট্' ছাত্রে !
এদিক্ ও দিক্ সে দিক্ করিয়া
পাশ করাইবে পুত্রে !

(৩৫)

চরম-পথেতে চলিও না কভু,
ধ'র মাঝামাঝি রাস্তা,
সুবিধা বুঝিয়া বদলাইবে মত,
কিনিবে যা' পাবে সস্তা !

(৩৬)

চাটুবাদ শুনে' চটিও না কভু !
ভেব না উহারা তুচ্ছ ;
তা'রাই তোমার প্রচারিবে যশঃ,
করিবে তোমায় উচ্চ !

(৩৭)

মফঃস্বলে যাওয়া হোক্ বা না হোক্
সেজন্য হ'য়োনা ব্যস্ত,
বাসায় বসিয়া লিখিবে "ডায়েরী",
ট্র্যাভেলিং-বিল মস্ত !

(৩৮)

বাবার থাকিলে টাকার যোগাড়,
আবার কিসের চিন্তা ?
লেখা পড়া শিখে কোন কাজ নাই,
নাচ 'তেড়ে—তাক্—ধিন্‌তা' !

(৩৯)

সাবালক হ'য়ে, নবীন-যৌবনে
হাতে পেলে জমিদারি,
দু'হাতে ফূর্ত্তি লুটিবে নিয়ত,
ভূমে যাবে গড়াগড়ি !

(৪০)

কখনো বিশ্বাস ক'র না কাহাকে
আপন গৃহিণী ভিন্ন,
কৃষ্ণ সম যত্নে ধরিবে বক্ষেতে,
রাতুল চরণ-চিহ্ন !!

(৪১)

অর্দ্ধাঙ্গিনীর অভিমান রোগে
ঔষধ শুধু গহনা,
"টাকা নাই বলে" দিও না তাঁহার
কোমল-চিত্তে বেদনা !

(৪২)

গৃহিণীর সাথে গল্পে-গুজবে
খেয়ে দেয়ে ভরপেট্,
যখন খুসী অফিসেতে যেও,
(কিন্তু) খাতায় লিখনা "late"

(৪৩)

'বর-যাত্রী' হ'লে, কন্যাপক্ষের
নাচিবে চড়িয়া ঘাড়ে
রসগোল্লা দিয়ে খেলিবে 'ক্রিকেট' !
"যা খুসী" রাখিবে ভাঁড়ে !

(৪৪)

খুন লুট চুরি ডাকাতি করিয়া
যখন পড়িবে ধরা,
"এপ্রুভার" হ'য়ে আপনি বাঁচিবে
'দল'কে বানা'য়ে ভেড়া!

(৪৫)

ছোটলোক সব ব্যবসা করুক,
তোমরা করিও চাকুরি,
মাহিনা কমেও নাহি লোক্‌সান,
যদি থাকে তায় 'উপুরি'!

(৪৬)

বড় চাকুরেরা কহিওনা কথা
গরীব বন্ধুর সাথে,
নইলে দেখো' তারা প্রশ্রয় পেয়ে
চড়িয়া বসিবে মাথে।

(৪৭)

পরের কুৎসা, গুপ্ত প্রণয়
স্বখ্যাতি সদাই মিষ্টি!
নিজের গলদ ঢাকিয়া রাখিয়ে
কাটিবে পরের কুষ্টি!

(৪৮)

বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্মচারী হবে,
শিথিল যখন অঙ্গ—!
যৌবনে করিবে 'যাহা প্রাণ চায়',
শুধু ভোগ-রস-রঙ্গ !

(৪৯)

বাহিরে হইবে 'Strict-moralist'
কার্য্যে না হলেও, গল্পে !
ভিক্ষুক হইলে; জোর করে নিবে,
তুষ্ট হ'ওনা অল্পে !

(৫০)

"বই"এর সেবা কর বা না কর;
করিবে "বউ"এর সেবা !
বিদ্বান্ হইলে মূর্খ-পিতায়
কভু বলিওনা 'বাবা' !!

—ফাও—

'উপহার আশে কিনিওনা বই'
উপদেশ দেয় কবি,
'পরের পুস্তক পড়িতে আনিয়া
ছিঁড়িয়া রাখিও ছবি !'



বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র

—১নং—

লণ্ডভণ্ড লণ্ডন, দোর্দ্দণ্ড জেপেলিনে!
ইউরোপে হুলস্থুল!! কৈশারের ফাঁস!!
আপনি মাখুন সুখে নিশ্চিন্ত মনে,
সেখ মসিউল্লা কৃত 'গোলাপ-নির্য্যাস'।

—২নং—

রঙ্গ্‌বেরঙ্গে বাহির হ'ল
'হাসির-তোড়া'-কাব্য!
ছেলে-বুড়োর পাঠ্য ইহা,
সবারি ইহা শ্রাব্য!

পড়্‌লে খাবে লুটোপুটি,
হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ শব্দ !
শুন্‌লে হবে হেসে খুন,
না কিনিলে জব্দ !!
'হাসির তোড়া' পেয়ে হবে
মেয়ে সব ঠাণ্ডা !
বাবুভায়া ছেড়ে দিবে
খাওয়া ছোট-আণ্ডা !!
পরীক্ষাতে পাশ হবে
যত গাধা-ছাত্র,
চাকুরেরা প্রমোশন
পাবে দিন মাত্র !
নেতা সব ছেড়ে দিবে
রাজনীতি-চর্চ্চা,
জেলখানা বেচে যাবে
কয়েদীর খর্‌চা !
কুল-বধূ ছেড়ে দিবে
নভেলের সঙ্গ !
ছেলে হবে গম্ভীর
ছেড়ে রস-রঙ্গ !!
ডাক্তার ছেড়ে দিবে
রোগী-বধ-কার্য্য,

হরিনামে মেতে যাবে
যত সুরাচার্য্য !!
চাপরাশী ভুলে যাবে
ঘুষি-গলা-ধাক্কা !
'একটিনি' হ'য়ে যাবে
স্বীয় পদে পাক্কা !
ভাইএ ভাইএ মারামারি
নাহি রবে দ্বন্দ্ব.
টিচারেরা মাসে মাসে
প্রায়ই পাবে বন্ধ !
নব-বিবাহিত ঘন
পাবে "তাঁর" পত্র !
বে'র হাটে বিকাবে না
চড়া দামে পাত্র !!
গৃহিণীরা ঝাঁটা নিয়ে
ছেড়ে দিয়ে ঘান্টা,
মাঝে মাঝে ম'লে দিবে
স্বামীদের কান্টা !!
হাকিমেরা ঘন ঘন
নাহি হবে বদলি,
সাহেবেরা দেশে যাবে
খেতে খেতে কদলী

উকিলেরা কাশী যাবে
ছেড়ে দিয়ে মাম্‌লা,
মক্কেলে টানাটানি
কর্ব্বে ধ'রে শাম্‌লা !
স্বামী-স্ত্রী করিবে না
বৃথা-বাক্‌-যুদ্ধ !
ছেলে সব বে'র নামে
হবে অতি ক্রুদ্ধ !!

* * *

(যারা) ছন্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব কর্ব্বে,
মিল নিয়ে ঝগ্‌ড়া,
নারিকেলের রস পাবে না,
চুষবে শুধু ছোব্‌ড়া !
মজার-সেরা 'হাসির তোড়া'
বারো আনা মূল্য,
অর্ডার দিন পাঠ মাত্রই
অদ্যাই ! নয় কল্য !

(পাপড়ি)



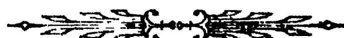
WANTED

No. I.

WANTED immediately
One private teacher
To coach my five boys,
And only daughter ;
For three hours in the morning,
Three hours at night ;
Two read in class X.
Others in IV and VIII ;
Experienced, energetic,
Hard-working M. A.
May apply, no hope
For without-honours B. A.
Preference will be given
To a bonafide candidate,
Golden opportunity for a young
Competent graduate ;
Pay, of course, handsome—
Rupees fifteen cash !
Apply to "Statesman"
Box No.———!

No. II.

WANTED a good governess,
—A fair-looking miss !
Willing and painstaking,
Over and above this,
Must know needle-work,
Fine art and music ;
For five years she sh'd give
Guarantee to stick ;
Age—not more than twenty !
But preferable, if lower ;
She's to take care of orphans
Of a 'Hakim' widower ;
Pay according to qualification,
This is his motto !
Candidate sh'd apply personally.
Or with a photo !!



No. III.

WANTED a competent **Hd. Master**
For an aided H. E. School,
With good teaching experience
of twenty years (*as a rule*) ;
Qualification—English M. A.
B. T. too has a chance !
Who likes to shine in this line
Should apply at once.
The initial pay is Rs. 40,
The final has no limit ;
The promotion being very rapid
It's easy to reach the summit ;
Boarding free on tuitions
Which are very cheap !
For convenience of the Hd. master
A free house we keep ;
We deduct from the salary
The house-rent rupees ten ;
It's no doubt a trifling sum,
Can be paid by all men ;
The school is not very distant,
Only an hour's stride !

It is always too comfortable
    To bike or to ride.
There lives long no doctor,
    Health—you may imagine,
Men are not in the habit
    Of taking medicine !
Apply to the Secretary
    'Maulavi Faziluddin Ghani,
On or before the 12th proximo
    With a good testimony.



No. IV.

WANTED a very beautiful
Most accomplished bride,
She must be of good blood,
Must have fair hide !
Eyes must be lotus-like,
Hair curling black !
In good manners and jollity
She must not lack !
Nose and lips well-cut,
Rosy and blushing cheek,
She must be not below teens,
A girl of good physique !
Education little little—
Expert in writing letters,
Must know house-wifery
And to respect the betters ;
The bride-groom is under-matric,
A good promising boy,
Age not more than twenty-five—
And naturally very coy !
Has every chance of passing the M.A.
If he gets the money !
He is a rising fertile poet
And always drinks honey !

He takes up all the fashions,
Modern and up-to-date,
You can't get a more refined husband,
That we can bet !
To settle the terms first
We take every care,
He 'll see the bride personally
If he gets the fare !
Highest bidders may win the groom
At a very cheap rate !
Anxious father sh'd be forward,
Must repent if late !
Charge not very exorbitant,
Five thousands in all !
Cycle, gramophone, watch etc—
Dowry too very small !!
Particulars on application
with an anna-stamp,
Communicate to Ghatak & Sons
At Merchant-of-Venice Camp !



No. V.

WANTED husbands for export
By the next mail,
Applications are invited,
Candidates must n't fail !
Many a soldier's lost and killed
At the German battle,
Miss and maids roam about
Like the stray cattle !
Offices are over-crowded,
All seized by gowns !
Ladies fight for husbands
In all big towns !
Dire famine of bride-grooms
Threatens Europe !
Sweet sixteens are starving,
Widows have no hope !
Golden opportunity for those
who are not married !
By Aeroplane to Europe
They will be carried !
Bride-grooms of all types,
—Be they black or white,
Second-third- fourth hands too
Would have chance quite !

No troubles of courtship now,
Just go see and marry !!
After sweet 'Honey-moon'
May divorce or carry !
Apply for marriage-tickets
Which are given free !
Get you booked all at once,
Go by air or sea !

Mr. HUSBANDMAN
Manager, Foreign Marriage Service.
BOWBAZAR, CALCUTTA.



GOOD BYE !

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রণীত "হাসির তোড়ার" প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে

কতিপয় অভিমত ঃ—

১। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** বিদ্যারত্ন এম্ এ লিখিয়াছেন ঃ—

"হাসির তোড়া উপহার পাইয়াছি। এক নিশ্বাসে সব গুলি পড়িয়া ফেলিয়াছি ও খুব হাসিয়াছি। * * * কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের এই ক্ষুদ্র পুস্তক একখণ্ড ক্রয় করা উচিত, তাহাতে statics Dynamics বিড়ম্বিত জীবনে একটু সুখের হাওয়া বহিবে, পরীক্ষাগ্নিতে ভাজা ভাজা হাড়ে একটু বাতাস খেলিবে।......বইএর get up অতি সুন্দর হইয়াছে। মূল্যও খুব কম।"

২। বেথুন কলেজের প্রোফেসার দার্শনিক **শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য** (M. A. P. R. S.) লিখিয়াছেন ঃ—'হাসির তোড়া' পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। লেখক ইহাতে উৎকৃষ্ট রসজ্ঞান ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।"

৩। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসার **শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার** এম্ এ লিখিয়াছেন ঃ—* * * "এ কথা খুব নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে অনেক দিন বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ 'হাসির তোড়ার' উপহার প্রদত্ত হয় নাই। এবং যদি কোনও পাঠক কৌতূহল বশতঃ পুস্তিকাখানি ক্রয় করেন তাহা হইলে পরে তাঁহাকে স্বনাম প্রসিদ্ধ "দিল্লির লাড্ডু" বলিয়া অনুতপ্ত হইতে হইবে না।"

রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেখক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী (M.A. P.R.S. PHD) মহোদয় লিখিয়াছেন :—* * * 'হাসির তোড়া' পড়িয়া খুবই হাসিলাম। * * * কবিতাগুলির প্রতি ছত্রে একটা দেশী ভাবের humour বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার শেষ বক্তব্য এই যে 'লেখকের' প্রাথমিক চেষ্টা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।"

"হাসির তোড়ার" জন্য "পোঃ আঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী" এই ঠিকানায় "গ্রন্থকারের" নিকট পত্র লিখুন।

১। সচিত্র "হাসির তোড়া"
(দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ৸৹

২। সচিত্র পাপড়ি মূল্য /৹

নিবেদক—

ভট্টদাস দত্ত চৌধুরী।